NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ‘ন্যায়প্রতিষ্ঠা হবে’, মানুষের কাছে ‘বিচার’ চাইবেন পার্থ

এসএসসি: আত্মীয়ের নাম নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ সুকান্তর ৩

কলকাতা ১২ নভেম্বর ২০২৫ ২৫ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.11.2025, Vol.19, Issue No. 151, 8 Pages, Price 3.00

এনডিএর প্রত্যাবর্তন

ইঙ্গিত বুথফেরত সমীক্ষায়

	এনডিএ	আরজেডি
ম্যাট্রিজ-	১৪৭-১৬৭	৭০-৯০
চাণক্য-	১৩০-১৩৮	১০০-১০৮
জেভিসি পোল-	১৩৫-১৫০	৮৮-১০৩
ডিভি রিসার্চ-	১৩৭-১৫২	৮৩-৯৮
পিপলস পালস-	১৩৩-১৫৯	৭৫-১০১

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: এক্সিট পোলে বিহারে এনডিএ’র জয়জয়কার! বিহারে হই হই করে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে এনডিএ। ফের পরাস্ত তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন মহাগটবন্ধন।

মঙ্গলবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণের পরে অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষাতে এমনই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। যদিও ভারতের নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের বুথফেরত বা প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা মেলে না। তবে মিলে যাওয়ার কিছু উদাহরণও রয়েছে।

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১২২টি আসন। প্রায় সবক’টি বুথফেরত সমীক্ষার ইঙ্গিত এনডিএ-র পাঁচটি দল (জেডিইউ, বিজেপি, লোক জনশক্তি পার্টি রামবিলাস, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা) মিলে অনায়াসে সেই জাদুসংখ্যা ছুঁয়ে ফেলবে। কয়েকটি সমীক্ষায় ‘মহাগঠবন্ধন’-ক ১০০-র বেশি আসন দেওয়া হয়েছে। আবার কয়েকটির দাবি, তেজস্বী যাদবদের জোটের ‘দৌড়’ দু’অঙ্কেই থেমে যেতে পারে। অন্য দিকে, শোচনীয় ফল হতে পারে প্রাক্তন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের দল জনসুরাজ পার্টি (জেএসপি)-র।

গত ৬ নভেম্বর প্রথম দফায় বিহারের ১৮টি জেলার ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৬৫.০৮ শতাংশ। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় ২০টি জেলার ১২২টি বিধানসভা আসনে ভোটের হার নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক হিসাবেই ৬৭ শতাংশ পেরিয়ে গিয়েছে। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের হারের যে প্রাথমিক হিসাব নির্বাচন কমিশন দিচ্ছে, তাতে বিহারে দ্বিতীয় দফার ১২২ আসনে ভোট পড়েছে ৬৭.১৪ শতাংশ। যা পরে আরও বাড়বে। এর আগে বিহারে কোনওদিন এই হারে ভোট পড়েনি। বিহারের লোকসভা-বিধানসভা ভোটের ইতিহাসে যা সর্বকালীন রেকর্ড। সাধারণ ভাবে বিপুল ভোটদানের হার ‘প্রতিষ্ঠানবিরোধী’ হয়। কিন্তু বিহারে তা প্রতিষ্ঠানমুখী হতে চলেছে বলেই বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষার দাবি।

পূর্বাভাস, যুযুধান দুই জোটের ভোটের ব্যবধান তিন শতাংশের কাছাকাছি হতে পারে। হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (মিম) পাঁচটি দখল করেছিল। এ বার তাদেরও আসন কমার সম্ভাবনা।

সকাল থেকেই গয়া, ইমামগঞ্জ, বেতিয়া, কিষাণগঞ্জ, ঝাঁঝরপুর -সহ মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় দেখা গিয়েছে শান্ত পরিবেশ, সাধারণ মানুষের দীর্ঘ লাইন, সতর্ক নিরাপত্তা। এই দফায় বিজেপির ৫৩ জন, জেডিইউ’র ৪৪ জন, আরজেডি’র ৭১ জন, কংগ্রেসের ৩৭ জন এবং আরও বিভিন্ন দলের প্রার্থী মোট ১, ৩০২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটারদের উদ্দীপনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সোশ্যাল মিডিয়ায় উৎসাহিত করেছেন সবাইকে।

নেপথ্যে নাশকতাই? রহস্য ঘনাচ্ছে গাড়িকে ঘিরে

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় নাশকতার সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হতে শুরু করেছে। দিল্লি জুড়ে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। আপাতত তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে লালকেল্লাও। বিস্ফোরণের পর থেকে রাতভর দিল্লির পাহাড়গঞ্জ, দরিয়াগঞ্জ এবং আশপাশের এলাকার হোটেলগুলিতে তল্লাশি চলেছে। খতিয়ে দেখা হয়েছে বিভিন্ন হোটেলের রেজিস্টার খাতা। দিল্লি পুলিশের সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ওই অভিযানের সময়েই চার সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ওই সূত্র।

বিস্ফোরণের তদন্তে সোমবার রাতেই আরও এক সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেটির রেজিস্ট্রেশন রয়েছে ওই ব্যক্তির নামেই। হরিয়ানার ওই জনৈক মহম্মদ সলমনকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। এ বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হল আরও চার জনকে। যদিও তাঁদের নাম-পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ওই চারজনকে একই হোটেল থেকে পাকড়াও করা হয়েছে কি না, তা-ও স্পষ্ট নয়।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার সামনে একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। সেই গাড়িতে কে ছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট করে জানাননি তদন্তকারীরা। বিস্ফোরণের পরে আশপাশের এলাকার বিভিন্ন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। সিসি ক্যামেরার একটি ফুটেজ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে একটি পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটি। গাড়িটিতে নীল-কালো রঙের টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে ফুটেজে।

শাহের নির্দেশ

■ দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে মঙ্গলবার দফায় দফায় তদন্তকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই বৈঠকে বিস্ফোরণের নেপথ্যে জড়িত প্রত্যেক দোষীকে খুঁজে বার করার নির্দেশ দেন তিনি। দিল্লি বিস্ফোরণের পর পরই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শাহ জানিয়েছিলেন, তদন্তে যা উঠে আসবে, তা প্রকাশ করা হবে জনসমক্ষে। সোমবার রাতেই প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে অকুস্থলে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কথা বলেন পুলিশ আধিকারিক এবং তদন্তকারীদের সঙ্গে। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও। শাহ বুঝিয়ে দেন, বিস্ফোরণের ঘটনার নেপথ্যে যাঁরা জড়িত তাঁদের তদন্তের আওতায় আনা হবে। মঙ্গলবার দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে বলতে গিয়ে একই ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও।

উমরের মায়ের ডিএনএ পরীক্ষা

■ পুলওয়ামায় গাড়িচালক উমরের মাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণস্থল থেকে পাওয়া দেহাংশ শনাক্ত করার জন্য প্রথমে উমরের মায়ের ডিএনএ সংগ্রহ করা হবে। তার পর সেই ডিএনএ মিলিয়ে দেখা হবে নিহতের সঙ্গে। পুলিশের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেন, ‘বিস্ফোরণস্থলে পাওয়া দেহাংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য আমরা সন্দেহভাজনের মাকে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য নিয়ে এসেছি।’

বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন তদন্তকারী অফিসারেরা।

ষড়যন্ত্রকারীদের রেয়াত নয়, থিম্পু থেকে হুঁশিয়ারি মোদীর

থিম্পু, ১১ নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে শেষমেশ ষড়যন্ত্রের তত্ত্বেই সিলমোহর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলি এর শেষ দেখে ছাড়বে। যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে রয়েছে, তাদের একজনকেও রেয়াত করা হবে না। ভুটানের মঞ্চ থেকে মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়ে দিলেন মোদী।

মঙ্গলবার সকালে দু’দিনের সফরে ভুটানে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবেশী দেশে গিয়েও ভারতে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিকতম ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। সে দেশের রাজধানী থিম্পুর এক অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে মোদী বলেন, ‘আজ আমি খুব ভারাক্রান্ত মনে এখানে এসেছি। কাল সন্ধ্যায় দিল্লির ভয়াবহ ঘটনা আমাদের সকলকে ব্যথিত করেছে। কাল সারারাত ধরে আমি সমস্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যগুলি নিয়ে আলোচনা চলছিল। আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের শিকড় পর্যন্ত যাবে। যারা যারা এই ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী, তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে। একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।’

পাশাপাশি, নিহতদের পরিজনদের প্রতি আরও একবার সমবেদনা জানিয়েছেন মোদী। জানিয়েছেন, এই দুঃসময়ে গোটা দেশ তাঁদের সঙ্গে রয়েছে।

ভুটানের চতুর্থ রাজার ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মঙ্গলবার ভুটানে গিয়েছেন মোদী। এ ছাড়া, দু’দিনে আরও নানা কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সকালে পারো বিমানবন্দরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে মোদীকে স্বাগত জানান। সমাজমাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে টোবগে এ-ও লেখেন, ‘সমগ্র জাতির সঙ্গে আমিও আমার দাদা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভুটানে স্বাগত জানাচ্ছি।’

পাকিস্তানে ফিদায়েঁ হানা, নিহত অন্তত ১২

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর: দিল্লির কায়দায় এবার ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণ ইসলামাবাদে। মঙ্গলবার দুপুরে একটি আদালতের বাইরে বিস্ফোরণটি হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত বহু। একাধিক পাক সংবাদমাধ্যমের দাবি, এটি একটি আত্মঘাতী হামলা ছিল। পুলিশের তরফেও নাশকতার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

পাক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ইসলামাবাদের একটি আদালত চত্বরের পার্কিং এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আচমকা বিস্ফোরণ হয়। তারপরই ছড়িয়ে পড়ে আগুন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে,গাড়িটির মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। কোনও কারণে সেটি বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণের জেরে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িও। জানা যাচ্ছে, ঘটনার সময় সেখানে বহু মানুষের ভিড় ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু আইনজীবীও। বিস্ফোরণের পরই সেখানে হুলস্থূল পড়ে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে সেটি ছয় কিলোমিটার দূর থেকে শোনা গিয়েছিল বলে খবর। কিন্তু কী কারণে বিস্ফোরণটি হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত। ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা।

তবে নাশকতার দিকটিও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। বিস্ফোরণের পরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারীরা। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বিস্ফোরণের পরই ইসলামাবাদ, রাওয়ারপিন্ডি-সহ পাকিস্তানের বড় শহরগুলিতে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট।

উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধ্যে ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ লালকেল্লার কাছে একটি গাড়িতে আচমকা বিস্ফোরণ হয়। তারপরই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য গাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন।

১১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই স্বাস্থ্যভবনে মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধন করলেন ১১০টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান। লক্ষ্য, প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। সেই যানের পোশাকি নাম মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তনের কথা তুলে ধরে বলেন, ‘১৪ বছরে রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে।’ বক্তব্যের স্বপক্ষে একাধিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন তিনি। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যানগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই যানের মধ্যেই থাকবেন চিকিৎসক, নার্স, টেকনেশিয়ানরা। রয়েছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও। রয়েছে ওষুধ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যাবে এই যানগুলি। গাড়িগুলিতে ৩৫টি শারীরিক পরীক্ষা করা যাবে। বিনামূল্যে সেই পরিষেবা পাবেন রাজ্যবাসী। এই পরিষেবা চালাতে প্রতিমাসে ২কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করবে রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন ২১০টি যান প্রস্তুত রয়েছে। প্রথম দফায় ১১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট উদ্বোধন করা হল। সেইগুলি জেলায় জেলায় পৌঁছে যাবে। যেখানে যানগুলি যাবে, আগেই সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের সাহায্যে বিশেষ করে উপকৃত হবেন গর্ভবতী মায়েরা। অনেক রোগের চিকিৎসা হবে। প্রয়োজনে কাউকে রেফার করা হলে সেক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে।’

মমতা বলেন, ‘রাজ্যে নতুন ১৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৪২টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। ১৩ হাজার ৫০০-র বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। ৭৬টি সিসিইউ তৈরি করা হয়েছে জেলায়। ১১৭টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান করা হয়েছে। ৪০ হাজার বেড বেড়েছে সরকারি হাসপাতালে।’

এসআইআরে কেন ভয় পাচ্ছেন: সুপ্রিম

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: সব রাজ্যের পরিস্থিতি এক নয়। বুঝতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। বাংলা, তামিলনাড়ুতে এসআইআর-নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে একই সঙ্গে মামলাকারীদের উদ্দেশে শীর্ষ আদালতের বার্তা, ‘এসআইআর নিয়ে আপনারা কেন এত ভয় পাচ্ছেন?’

বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আগেই মামলা চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। পরে যোগ হয়েছে বাংলা এবং তামিলনাড়ুর একাধিক রাজনৈতিক দলের করা মামলা। মঙ্গলবার সবকটি মামলা একসঙ্গে শুনেছে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। মামলাকারীদের মূল বক্তব্য, ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে অহেতুক তাড়াহুড়ো করছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় আরও কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।’ মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর আইনজীবী কপিল সিব্বল দাবি করেন, ‘আগে এসআইআর করতে তিন বছর সময় লাগত। এখন সেটা নাকি একমাসে শেষ করতে চাইছে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।’

সিব্বলের বক্তব্য, আলাদা আলাদা রাজ্যের পরিস্থিতি ভিন্ন। সেটাও বুঝতে হবে কমিশনকে। তামিলনাড়ুর উদাহরণ তুলে তিনি বলেন, সে রাজ্যে নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু জায়গায় যোগাযোগ পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। যারা এখন বিএলও এবং বিএলএ হিসাবে কাজ করছে, তাদের অন্য কাজও করতে হয়। বাংলার উদাহরণ তুলে তাঁর বক্তব্য, বাংলার বহু জায়গায় ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না এখনও। বহু জায়গায় ফোর জি, ফাইভ জি পরিষেবা নেই। নথি আপলোড করায় সমস্যা হবে। সিব্বলের সাফ কথা, এসআইআর যেন প্রতিযোগিতামূলক একটা প্রক্রিয়া না হয়ে যায়।

জবাবে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘বিভিন্ন রাজ্যের পরিস্থিতি ভিন্ন। সেটা কমিশনকে বুঝতে হবে। আশা করি কমিশন এ নিয়ে জবাব দেবে।’ একই সঙ্গে মামলাকারীদের আদালতের প্রশ্ন, ‘এসআইআর নিয়ে এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ কমিশনকে করতেই হবে।’ শুনানির শেষে মামলাকারীদের উদ্দেশে বিচারপতি কান্ত বলেন, ‘আমরা নোটিস পাঠাচ্ছি। আপনারা হলফনামা দাখিল করুন। যদি সেই হলফনামায় সন্তুষ্ট হই তাহলে প্রক্রিয়া বাতিল করব।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১০/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৯৫ নং এফিডেভিট বলে Moloy Ghosh S/o. Jiban Ghosh ও Malay Ghosh S/o. J. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১০/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৬৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sasadhar Mukherjee S/o. Late Sudhir Mukherjee, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষার রেকর্ডে আমার সঠিক নাম Sasadhar Mukherjee-এর পরিবর্তে Sasadhar Mukhopadhyay লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sasadhar Mukherjee ও Sasadhar Mukhopadhyay S/o. Late Sudhir Mukherjee সাং রথতলা, লেবুতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী
গত ১১/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৭১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdus Selim (old name), S/o. Sekh Mohammad Yusuf, R/o. China, Hatni, Pandua, Hooghly, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Abdus Selim নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Selim নামে পরিচিত হইয়াছি। Abdus Selim & Sekh Selim S/o. Sekh Mohammad Yusuf সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৩/১১/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sagar Ghorui ও Sagar Chandra Ghorui S/o. Bishnu Ghorui সাং আনন্দনগর পূর্ব, ঘোড়ুলপাড়া, আনন্দনগর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Supriya Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nirmal Kumar Das ও N. DSA সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১১/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৭১৭ নং এফিডেভিট আমি Sk Sahadat Ali (old name), S/o. Sekh Selim, R/o. China, Hatni, Pandua, Hooghly, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Sahadat Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Sahadat নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Sahadat Ali & Sekh Sahadat S/o. Sekh Selim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
আমি জুলেখা মন্ডল আমার কন্যা তুহিনা খাতুন এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম জুলেখা বিবি ২৩/৯/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে জুলেখা মন্ডল ও জুলেখা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম জুলেখা মন্ডল।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?
আজ ১২ই নভেম্বর, ২৫শে কার্তিক । বুধবার, অষ্টমী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্ত চন্দ্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী
আমি Krishnendu Bikash Roy পিতা Late Rabindra Nath Roy, নিবাস-1/8A, Netaji Nagar, P.O.-Regent Estate, P.S.-Netaji Nagar, Kolkata-700092. গত ১৪.০৭.২০১৫ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আলিপুরের এফিডেভিট (২৩৯৬৮) Krishnendu Roy নামে পরিচিত হলাম। Krishnendu Bikash Roy এবং Krishnendu Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

এফিডেভিট
আমি প্রশান্ত ঘোড়ই, পিতা- শ্রী দুর্ঘটি ঘোড়ই, ঠিকানা -গ্রাম-গড়তলা, পোস্ট -আমডহর, থানা- বাগনান,জেলা -হাওড়া গত ১৫/১০/২০২৫ তারিখে উলুবেড়িয়া কোর্টের এফিডেভিট বলে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যা BRISTI GHORAI- যা সঠিক ভাবে তার আধার কার্ড (নং -৮৮৫৩ ৩০৩৯ ৮৬৫৬) এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রদত্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটে লেখা রয়েছে। কিন্তু তার ব্যাঙ্কের পাশ বই (ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রূপাসগোড়ী ব্রাঞ্চ) এবং তার বার্থ সার্টিফিকেট (ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, পঃব) তে ভুলবশত BRISTI GHOROI লেখা রয়েছে। আমি সজ্ঞানে ও জানাচ্ছি যে, BRISTI GHORAI ও BRISTI GHOROI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT
I, **Sapna Biswas** D/o. Monoj Biswas, R/o. Rabindra Nagar, Chinsurah, Hooghly-712103 do hereby declared that **I have changed my gender from male to female** by medical treatment and the said treatment was conducted by Dr. Narendra Kaushik at Olmec Health Care, Plastic Surgery/ Cosmetic Surgery/ Hair Transplant/ Lasers, being registration no. 24700, MBBS, MS, MEC. DNB, Plastic Surgeon at New Delhi, A-1/10, Proshant Vihar, Outer Ring Road, Delhi-110085 and also declared that my name has been recorded as Rahul Biswas as male in my Birth certificate instead of my present and actual name is Sapna Biswas (after treatment) as female which is duly recorded in my Voter/ Aadhaar/ Pan Card etc. I, **Sapna Biswas (Female)** & **Rahul Biswas (Male)** D/o. Monoj Biswas, is the same and one identical person vide an affidavit no. 1626, sworn before Notary Public, Hooghly at Chinsurah Court area dated 11/11/2025 and **hence forth my present name Sapna Biswas D/o. Monoj Biswas will be applicable in all places and my all documents as and when applicable.**

বিজ্ঞপ্তি
নিউ পার্লস ডায়োগনস্টিক সেন্টার, আলম মার্কেট, পাভুয়া, হুগলী, পিন-৭১২১৪৯, পক্ষে আমি সেখ আরিফ, পিতা সেখ হানিফ, আমার শারিরীক অসুস্থতার কারনে আমার সেন্টারটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিলাম এবং সরকারী লাইসেন্সটি জমা করিতে চাই। ইতি- সেখ আরিফ ।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্রী হরিশ বিজয় শঙ্করা চিত্তুর, পিতা বিজয়া শংকর রাও, হাল সাং- গৌরনগর, শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৩ নং মোল্লাপাড়া মৌজার এল আর- ১৪০১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯ নং দাগের ৯.৫০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৬/০৮/২০২৪ তারিখে প্রদত্ত স্পেশাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বলে হাল সাং- গৌরনগর, শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী মঞ্জু নাথ কালকারে রাজারাম পিতা রাজারাম কে. এস-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১২/০৯/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৯০৯ নং দলিল দ্বারা হাল সাং- গৌরনগর, শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী তুলসী বিন্যানি পিতা লক্ষণ দাস বিন্যানি-কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা রহিতকরণ বিজ্ঞপ্তি
আমরা ১) **শ্রী সরোজ নায়েক**, পিতা - শ্রী শত্রুঘ্ন নায়েক, সাং– সোনামুখী, ঝুলি পোঃ - হিজলি, ও ২) **শ্রী চিত্তরঞ্জন মোহান্তি**, সাং- জাপেটাপুর, পোঃ - খড়্গপুর, উভয়ের থানা - খড়্গপুর টাউন,জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, Land owners গত 06.07.2002, তারিখে **ANJAN GROUP** সহিত পার্টনারসিপ ফার্ম, যাহার দুইজন, পার্টনার, যথা **Sri P. Laxmikant**, S/o - Sri P. Krishna Rao সাং - ৪৬১/৩৮১ তলঝুলি, **Sri Rinku Roy**, S/o- Late Pranab Kumar Roy, সাং - 426/18, ঝাপেটাপুর উভয়ের থানা- খড়্গপুর টাউন, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, DEVELOPER কে DEVELOPMENT AGREEMENT CUM GENERAL POWER OF ATORNEY দলিল ADSR KHARAGPUR অফিসে রেজিস্ট্রী করিয়া দিয়াছিলাম যাহার নং – 7592 for 2022 dated 06.07.2022. উক্ত দলিলের শর্ত ভঙ্গের কারনে আমরা Land owners গন উক্ত DEVELOPMENT AGREEMENT CUM GENERAL POWER OF ATORNEY রহিত করনের জন্য উক্ত DEVELOPER কে ইতিপূর্বে গত 07/11/2025 তারিখ যুক্ত Notice প্রদান করিয়াছি। বর্তমানে উক্ত DEVELOPER এবং সর্ব্বসাধারেনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উক্ত DEVELOPMENT AGREEMENT CUM POWER OF ATORNEY ব্যবহার করিয়া কোন কার্য সম্পাদিত হইলে তাহা অবৈধ ও বাতিলগন্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তিকারীদ্বয়ের পক্ষে
Bidyut Kr. Pratihar (Advocate)
Judge's Court, Midnapore,
Enrol No-WB/876/1985

চাকরির সুযোগ , Neuron Pharmaceuticals
(আমেদাবাদ-ভিত্তিক কোম্পানি)
অবস্থান:- কলকাতা
বিভাগ:- নিউরোসাইকিয়াট্রি ও জেনারেল সেগমেন্ট
***পদসমূহ:-**
* এরিয়া বিজনেস ম্যানেজার , ১ জন, *
মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ , ২ জন
নিউরো / জেনারেল সেগমেন্ট-এর অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
CV পাঠান:
jasbeer.singh4060@gmail.com
47-A, D.H.ROAD, NEAR TARATALL CROSSING AND D.A.V PUBLIC SCHOOL. KOLKATA-700038

তপতী পাল (জন্ম তারিখ ০১/০৭/১৯৬১), স্বামী- দিলীপ কুমার পাল, (জন্ম তারিখ- ০১/০৭/১৯৪৭ ও মৃত্যুর তারিখ-১২/০১/২০২৫) পেনশন পেমেন্ট অর্ডার নং WB/HLO/15830, ঠিকানা-১৬ পন্ডিত কালীনাথ ভট্টাচার্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন- ৭১২২০১, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা। উপরোক্ত পাল ও তপতী রানী পাল একই এবং একজন ব্যক্তি ও আমার নং ৭৩৫১৮৬৮৬৯২১০, এছাড়াও ভারতবর্ষের বেশ কিছু নথিতে যেমন ব্যাঙ্ক পাশবুক, প্যানকার্ড ইত্যাদি আছে ও এতদ্বারা ঘোষিত কাউন্সিলর প্রত্যয়িত ও প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের হলফনামায় তথ্যটি আছিত বৈধ ও স্বীকৃত।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
আমি পরমেশ পাল, পিতা মৃত অনুকূল চন্দ্র পাল, সাং- বামুনপুকুর, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৯নং বামনপুকুর মৌজার এল আর- ৩৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ২০/১৫৩৯নং দাগের ১শতক এল আর ২১/১৫৪০নং দাগের ০.৬৭ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৫/১১/২০২০ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৬নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং রাইবাজার কলোনি চুঁচুড়া, জেলা হুগলি নিবাসী ডলি পাল স্বামী দেবব্রত পাল ও বেলডাঙ্গা বাজারপাড়া, স্টেশন রোড, জেলা- মুর্শিদাবাদ নিবাসী তন্দ্রা পাল, স্বামী রমেন পাল-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-০৭/০৫/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৬৫ নং দলিল দ্বারা সাং- শ্রীনাথপুর, শ্রী মায়াপুর, জেলা নদীয়া নিবাসী প্রদীপ ঘোষ পিতা নিমাই ঘোষ-কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি
আমরা যথাক্রমে নিতাইচন্দ্র পাল নিমাইচন্দ্র পাল শম্ভুনাথ পাল এবং শঙ্কর পাল এবং অনিমা ঢ্যাং এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত খাদুচরণ পাল ওরফে সতীশচন্দ্র পাল ও পার্বতী পাল এর ৪ পুত্র ও ১ কন্যা হইতেছি আমাদের পিতা খাদু চরণ পাল হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং তার অফিসিয়াল নাম ছিল সতীশ চন্দ্র পাল যা ডেটসারটিফিকেট এবং অনেক দলিলে উল্লেখ করা আছে | বি এল এন্ড এল আর ও নথিতে দক্ষিণ বাকসারা মৌজায় ২১১ নম্বর L.R. দাগে ১৭৭ L.R.খতিয়ানে আমাদের পিতার নাম "খাদু চরণ পাল" হিসেবে ও ১৯৭ L.R. দাগে "সতীশ চন্দ্র পাল" আমাদের পিতা হিসেবে রেকর্ড হয়েছে। এখন আমরা ঘোষণা করিতেছি যে "খাদু চরণ পাল" ও "সতীশ চন্দ্র পাল" উভয় নামই ছিল আমাদের বাবার এবং তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এবং তিনি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন | উক্ত দুটি দাগ হইতে আবেদনকারী ইন্দ্রনীল দেবনাথ ও ইন্দ্রানী দেবনাথকে মিউটেশন দেওয়া হলে আমাদের কোন আপত্তি নেই | এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালি জগাছা ব্লক, ২২৯, জিটি রোড, হাওড়া-৭১১২০২ তে যোগাযোগ করুন ।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
আমি **অনুপম পোদ্দার** পিতা- অসীম পোদ্দার সাং চর স্বরূপগঞ্জ থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৭ নং গাদিগাছা মৌজার এল আর-২২৮১নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১/১৫৫২ নং দাগের ১.০৪ শতক ও এল আর ১/১৫৩৩ নং দাগের ২.৪৪ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৩/০৬/২০২২ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২১৬৮ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- চরস্বরূপগঞ্জ জেলা-নদীয়া নিবাসী **শশাঙ্ক বিশ্বাস ও জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস** উভয়ের পিতা সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং **শুক্লা বিশ্বাস** স্বামী শংকর বিশ্বাস, **সুসুমিতা বিশ্বাস সোমা বিশ্বাস, সুমিতা বিশ্বাস রায়** সকলের পিতা মৃত শংকর বিশ্বাস-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ১২/০৭/২০২২তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ২৩৯৩ নং দলিল দ্বারা সাং চর স্বরূপগঞ্জ পালপাড়া জেলা নদীয়া নিবাসী **গৌরাঙ্গ সরকার** পিতা ভজন সরকার-কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে **নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে** যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্রী হরিশ বিজয় শঙ্করা চিত্তুর, পিতা বিজয়া শংকর রাও, হাল সাং- গৌরনগর, শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ১৩ নং মোল্লাপাড়া মৌজার এল আর- ১৪০১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯ নং দাগের ৯.৫০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৬/০৮/২০২৪ তারিখে প্রদত্ত স্পেশাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বলে হাল সাং- গৌরনগর শ্রী মায়াপুর নবদ্বীপ জেলা- নদীয়া নিবাসী মঞ্জু নাথ কালকারে রাজারাম পিতা রাজারাম কে. এস-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১২/০৯/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৯০৯ নং দলিল দ্বারা হাল, সাং- গৌরনগর, শ্রী মায়াপুর, নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী হেমন্ত কুমার বাদলানী পিতা ঠাকুরদাস বাদলানী-কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল নাবালিকা **শিউলি বসু**, পিতা- শ্রী সুভাষ বসু ওরফে সুভাষ চন্দ্র বসু পক্ষে মাতা শ্রীমতি মিতা বসু, স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু, সাং সত্যপীরতলা কালীপুর, পোঃ ভাতজাংলা, থানা– কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ১১.০৯.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর DSR অফিসের 1-9318/2025 নং ও ১৫.০৯.২০২৫ তারিখের 1-9420/2025 নং দুইখানি বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় R.S 7041 নং ও L.R 33085 নং খতিয়ানে এবং R.S 1897 নং, L.R 3014 নং দাগে মোট ৩৩ শতক জমি সুভাষ চন্দ্র বসু, পিতা মৃত রনজিৎ কুমার বসু- সাং সত্যপীরতলা কালীপুর, পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া এর নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৮.০৮.২০১৮ তারিখের কৃষ্ণনগর সদর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪ নং বহির ২৩১ নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে অজয় কুমার বসু, পিতা রনজিৎ কুমার বসুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে । ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

-ঃ আদিবাসী ফ্ল্যাট বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি ঃ-
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত **পানিহাটি পৌরসভার অধীনে সুখচর মৌজায় আর.এস. দাগ নং ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৩/ ৩৮০৯, ৩৭৮৪, ৩৭৮৪/৩৮১০, খতিয়ান নং এল.আর.- ২০৭৪, জে.এল. নং-৯, ওয়ার্ড নং-১৪, সম্পত্তি নং- ৬১৮ অধীনে হোল্ডিং নং.- ৩০/১/বিএল২/১০এ, বাস্তু/খাদি-২.২৯ শতক ফ্ল্যাট** বিক্রয় করিব। ইচ্ছুক আদিবাসী ক্রেতারা ক্রয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

এই জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতি অফিস, বারাসতে সত্বর যোগাযোগ করুন।

নাম-রমাদাস মুর্মু, পিতা-হারাধন মুর্মু, (২) অমলা মুর্মু, পিতা- বিনোদ বিহারী টুডু, মোবাইল নং-৯৬৪৭৪১১১৬৯

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে- **শ্যামল দত্ত**, পিতা-৺বিভূতী ভূষণ দত্ত, সাং- PI6, Regent Estate, পোষ্ট-Regent Estate, থানা-যাদবপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। কে আমমোক্তার নামা যাহার নং- ১৯০২০৩৯১১ তাং-২৩/০৩/২০২৩, Additional Registar of Assurance Office-II, Kolkata মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান, করিয়াছেন **অরুপ কুমার দত্ত**, পিতা-হরিলাল দত্ত, সাং- ৩৯৪ লেক গার্ডেন, পোষ্ট:- লেক গার্ডেন থানা-লেক, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা (যিনি **৺লীলা দত্ত**, পিতা-হরিলাল দত্ত, সাং+পোঃ- ঘাটমুড়া, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এর ওয়ারীশান হইতেছেন)
তাহাতে কারো যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ১৪ দিনের মধ্যে বি.এল.এল.আরও. গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। তপশীলঃ- মৌজা- ডাইনমারি, জে.এল নং- ৯২১, খতিয়ান- ১১৪, দাগ নং- ১৭৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৪, ১৭৩, মোট পরিমাণ - **৩.৮০ একর।**
Susanta Kumar Jana (Advocate)
Enro. No.- F886/2007
Midnapore Judges Court

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণদের জানানো হইতেছে যে, মূল দলিল, যাহা চুঁচুড়া সাব রেজিস্ট্রী অফিসে ১৯৬৮ সালে রেজিস্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ১১৩৩২/ ১৯৬৮ (যেখানে ভূদেব মুখোপাধ্যায় দাতা এবং সুধা কমল রায় গ্রহীতা) যাহার জেলা হুগলী, সাব- রেজিস্ট্রি অফিস, থানা ও মৌজা-চুঁচুড়ার, সামিল, জে. এল. নং- ২০, ৩৪০০ নং আরএস খতিয়ানভুক্ত ঃ- আর. এস. ৩৫০৭, ৩৫০৫ এবং ৩৫০৬ ও এল.আর. ৪৯৬১, ৪৯৭২ এবং ৪৯৭৩ মক্কেল নং দাগে জমি বাংলা মাপে ৭ কাঠা ১৩ ছটাক যাহা আমার মক্কেল নিরজ কুমার জয়সওয়াল, হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি জি.ডি.ই ০৭/ ১১/ ২০২৫ তারিখে চুঁচুড়া থানায় রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং ৪৬১ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং ৬৩, তারিখ ৩০/ ১০/২০২৫) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমাণ সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।
শুভ্রজিৎ দত্ত
এ্যাডভোকেট
মোবাইল- ৭০০৩৪৩১৭৬১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **রফিকুল হোসেন** পিতা কামাল হোসেন, সাকিম মদনমোহনপুর, চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী- ৭১২২২৩ মহাশয় বিগত ইং ৩০/০৫/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03112/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ ইমাম আলি** পিতা সেখ সাহাদাত আলি, সাকিম কানাইপুর, পোড়াবাজার, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ২৫/১১/২৪ তারিখে সম্পাদিত ও ১৭/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-14573/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী বিভা দাস** স্বামী শ্রী রবি দাস ও **২)শ্রী বিশ্বজিৎ দাস** পিতা শ্রী রবি দাস, উভয়ের সাকিম বৈদ্যবাটী চারু চন্দ্র দে লেন, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী- ৭১২২২২, মহাশয়/মহাশয়াকে ৩.৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা বাদিষ্টা, ৪৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৯৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৯৭ নং তথা হাল এল.আর. ৩৮৩ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৩৩ শতকের মধ্যে ০.৪০৬৩ অংশে ১৪ শতক তন্মধ্যে ৩.৩ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী বিভা দাস** স্বামী শ্রী রবি দাস ও **২)শ্রী বিশ্বজিৎ দাস** পিতা শ্রী রবি দাস, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**সেখ ইমাম আলি** (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের বাইরে থেকে গ্রেপ্তার চার গাঁজা পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় চরম সতর্কতা জারি করা হয়েছে কলকাতা-সহ একাধিক শহরে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন রাস্তায় শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। মেট্রো রেলের ক্ষেত্রেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের বাইরে যৌথভাবে নাকা তল্লাশি অভিযান চালায় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ এবং দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। নাকা তল্লাশি অভিযান চলাকালীন দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের বাইরে থেকে সন্দেহভাজন চার যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে।

ধৃতরা দীপেশ রায়, কার্তিক বারুই, শতপ্রিয় ঘোষাল ও অমিত বারুই। দীপেশ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা, ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা কার্তিক বারুই। শতপ্রিয় এবং অমিত মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা। সূত্র বলছে, ধৃত দীপেশ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ থেকে গাঁজা এনে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় ধৃতদের পাচার করার উদ্দেশ্যে ছিল। গাঁজা পাচার চক্রে আরও কেউ জড়িত কি না, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সতর্ক পূর্ব রেলওয়ে, যাত্রীসুরক্ষায় ২৪ ঘণ্টার নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ঘটে যাওয়া গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব রেলওয়ে গোটা অঞ্চলে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি, তল্লাশি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) সর্বক্ষণ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম, সার্কুলেটিং এলাকা, অপেক্ষালয়, পার্সেল ও লাগেজ বিভাগ; সর্বত্র চলছে কড়া নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান। ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় দিন-রাত পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে, যাতে কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা ব্যক্তিকে দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

পূর্ব রেলওয়ের আরপিএফ ও সরকারি রেল পুলিশ (জিআরপি) যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করছে হাওড়া, বর্ধমান, শিয়ালদহ, কলকাতা টার্মিনাল, মালদা টাউন, আসানসোল, ভাগলপুর-সহ সব গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে। যাত্রী চলাচল এলাকা ও সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে রেল সম্পদ ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে।

পূর্ব রেলওয়ে জানিয়েছে, 'যাত্রী নিরাপত্তা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা যাত্রীদের আস্থা বজায় রাখতে অবিরাম সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি রাখব।' পাশাপাশি, রেল কর্তৃপক্ষ সকল যাত্রীকে আহ্বান জানিয়েছে, তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন ও নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, যাতে মিলিতভাবে সুরক্ষিত রেল পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1431/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Pole to H/O Prosanta Sardar in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S., Booth No.-161, (Proposal Serial No.-06), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.2,86,195.00
WBMAD/ULB/RSM/1432/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Biswanath ... to ... Bodder Goli in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S., Booth No. 161, (Proposal Serial No. 12), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.1,62,622.00
WBMAD/ULB/RSM/1433/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation Work of Covered Drain Beside H/O Palan Sardar in Ward No.- 02 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-120, (Proposal Serial No.-09), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.3,34,611.00
WBMAD/ULB/RSM/1434/25-26 Dated 03.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Amit Jana to H/O Anita Roy in Ward No. 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S., Booth No.-120 (Proposal Serial No.-2) Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.4,23,971.00
WBMAD/ULB/RSM/1435/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation Work of Drain Covers from H/O Manoda Mondal to H/O Rash Bi. Panda at Rambabu Sarani in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-120, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.2,14,193.00
WBMAD/ULB/RSM/1436/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation Work of Surface Drain From H/O Bhola Chakraborty to H/O Dulal Chakraborty in Ward No. 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-117, (Proposal Serial No.-05), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.4,33,522.00
WBMAD/ULB/RSM/1437/25-26 Dated 03.11.2025	Repair and Upgradation Work of Drain Cover from Ethad Ghosh by Lane in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-117, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.1,30,234.00
WBMAD/ULB/RSM/1438/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Madan Bag to H/O Ramesh Shaw in Ward No. 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-117, (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs.4,23,971.00
WBMAD/ULB/RSM/1439/25-26 Dated 03.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Sunil Pramanik to H/O Manas Mallick in Ward No.- 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S. Booth No.-200 (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs.3,78,914.00
WBMAD/ULB/RSM/1440/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation of Surface Drain with Slab (marked as Sl. 1/199) beside Jora Petrol Pump to Ananda Apt Connect to H/o Ashim Mukherjee at Booth No.-194 of Ward No.-28 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.3,76,812.00
WBMAD/ULB/RSM/1441/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation of C.C. Road (marked as Sl. 2/199) from H/o Shyamal Naskar to H/o Ashit Naskar at Booth No.-199 of Ward No.-28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,81,975.00

Bid Submission end date 01.12.2025 at 11:00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1442/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation of Concrete Slab over existing surface drain (marked as Sl. 3/199) from H/o Niranjan Maity to H/o Samar Chowdhury at Booth No-199 of Ward No-28 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.1,81,322.00
WBMAD/ULB/RSM/1443/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation of Surface Drain with Slab (marked as Sl. 1/269) from H/o Shanker Das to ... Shitala Mandir Booth No.-266 of Ward No.-31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,13,941.00
WBMAD/ULB/RSM/1444/25-26 Dated 05.11.2025	Repair and Upgradation of Surface Drain with Slab (marked as Sl. 2/269) from H/o Bablu Das to H/o Mangal Nath at Booth No.-266 of Ward No.-31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.7,09,298.00

Bid Submission end date 01.12.2025 at 10:55 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSW/1645/25-26 Dated 06.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from Ajay Pramanick towards Sitala Mandir at Arabindo Sarani in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 64 (Proposal Serial No.- 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,04,393.00
WBMAD/ULB/RSW/1646/25-26 Dated 06.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Ashis Roy towards Bijoy Ghosh at Union 2A Sarani in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 64 (Proposal Serial No.- 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,54,630.00
WBMAD/ULB/RSW/1647/25-26 Dated 06.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Samarendra Nath Halder towards Joydeb Mondal at Arabindo Sarani in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 64 (Proposal Serial No.- 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,20,964.00
WBMAD/ULB/RSW/1648/25-26 Dated 06.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Covered Drain from Molay Ghosh towards Mita Halder at A. Sarani in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 64 (Proposal Serial No.- 04), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,10,378.00
WBMAD/ULB/RSW/1649/25-26 Dated 06.11.2025	Repair & Upgradation work of RCC slab casting over Existing drain from Nanda Naskar towards Sachin Kayal at P. Dasgupta in Ward No.- 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name - A.P.A.S., Booth No - 77 (Proposal Serial No.- 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,91,176.00
WBMAD/ULB/RSW/1650/25-26 Dated 06.11.2025	Repair & Upgradation work of RCC slab casting Cover Drain from Ratan Naskar towards Prabir Basu at P. Dasgupta in Ward No. - 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 77, (Proposal Serial No.- 3), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.3,68,337.00
WBMAD/ULB/RSW/1651/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing & Upgradation of Bitumen Pavement Road from H/O Pulin Das towards H/O Rana Chakraborty at Netaji Block in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-180 (Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,98,565.00
WBMAD/ULB/RSW/1652/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing of road from H/O Gopal Das towards H/O Joyshri & H/O Gautam Laha towards H/O Joydev Ghosh at Netaji Block in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 180, Proposal SL No-3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,10,506.00
WBMAD/ULB/RSW/1653/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing & Upgradation of bitumen road from Sourabh Sarkar House towards Manju Bhaya House at Netaji Block in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No 181 (Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,14,217.00
WBMAD/ULB/RSW/1654/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing & Upgradation of Bituminous road from Haradhan Ghosh House towards Amal Das house at Netaji Block in Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name A.P.A.S, Poling Station- 181, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 1,57,749.00
WBMAD/ULB/RSW/1655/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing & Upgradation of Black Top Road at H/O Santosh Kr Paul's in Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 06, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 1,64,896.00
WBMAD/ULB/RSW/1656/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing & Upgradation of Concrete Road from Nadam lake towards H/O Iman Mondal in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 05, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,50,268.00
WBMAD/ULB/RSW/1657/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing & Upgradation of Concrete Road from H/O Sukumar Mondal towards H/O Biswanath Mondal in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S. Poling Station- 05, Proposal SL No-3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,32,400.00
WBMAD/ULB/RSW/1658/25-26 Dated 06.11.2025	Repairing & Upgradation of Covered Surface Drain from H/O Abbas Mondal towards H/O Aslam Mondal at Ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 05, Proposal SL No-4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,65,588.00

Bid Submission end date: 03.12.2025 at 11:00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ২০২৫, ২৫ কার্তিক ১৪৩২, বুধবার

‘ন্যায়প্রতিষ্ঠা হবে’, বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে ‘বিচার’ চাইবেন পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার কোর্ট থেকে এসে গিয়েছিল রিলিজ অর্ডার। তবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালেই হাসপাতাল থেকেও ডিসচার্জ করা হয় তাঁকে। এই খবর পাকা হতেই অনুগামীদের ভিড় বাড়তে থাকে হাসপাতালে। কিছু সময়ের মধ্যেই ‘পার্থদা’কে দেখতে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে পুলিশের সঙ্গে ভিড় সামলাতে ধস্তাধস্তিও শুরু হয়ে যায়। এরই মধ্যে পার্থর নামে উঠতে থাকে স্লোগান। এর পর হাসপাতাল থেকে সাদা গাড়িটা নাকতলার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেখানেও উপচে পড়ে ভিড়। অশক্ত হাতে ওই গাড়ি থেকেই নামতে দেখা যায় পার্থকে। এরপর ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িতে। তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন পরিবারের সদস্যরাই।

নাকতলায় গাড়িটা ঢুকতেই পাড়ার ছেলেকে দেখতে ছুটে এলেন প্রতিবেশীরা। প্রিয় নেতাকে এক ঝলক দেখার জন্য উপচে পড়ে অনুগামীদের ভিড়। এর পাশাপাশি সাংবাদিকরাও তো ছেঁকে ধরেন তখন পার্থকে। আর্জি, শুধু একটা বাইট। নীরব পার্থর মুখে তখন একচিলতে হাসি, চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। ক্যামেরার লেন্সটা জুম করতেই দেখা গেল ঘরের ভিতর পুরো দৃশ্যটাই দেখছে টেবিলে রাখা মমতার ছবি। বাড়ির সামনে দেখা গেল ‘তোমাকে চাই’ পোস্টার হাতে দাঁড়িয়ে অনুগামীরা। দলের মহাসচিব থাকাকালীন বাড়ির নীচে যে জায়গায় বসে সাংবাদিক বৈঠক করতেন, কর্মী-অনুগামীদের সঙ্গে দেখা করতেন সেখানেও এখনও উজ্জ্বল পার্থরই পোস্টার। পুরনো মেজাজেই ঘরে ফিরল ঘরের ছেলে।

তবে গত ৩ বছর সাড়ে ৩ মাসে তাঁর জীবনে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। তবে এতদিন পর নাকতলার বাড়িতে ফিরে একটা বিষয় ‘স্বস্তি’ দিতে পারে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। যে বেহালা পশ্চিমের তিনি গত ২৫ বছরের বিধায়ক, সেখানে তাঁর সমর্থনে পোস্টার পড়ল। বেহালা পশ্চিমে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ‘আবার চাই’ বলে পোস্টার দেওয়া হল ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক বৃন্দের তরফে। তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ২০১১ সালে।

আর পার্থ চট্টোপাধ্যায় বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক হন তারও দশ বছর আগে। ২০০১ সাল থেকে এই আসনে তিনিই তৃণমূলের বিধায়ক। মুক্তি পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাক্তন মন্ত্রী এক বিবৃতিতে জানান, আইনের ওপর তাঁর বিশ্বাস সব সময় অটুট থেকেছে এবং প্রাথমিক রায়ের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আশাবাদী, শেষ পর্যন্ত ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমের প্রসঙ্গে বলেন, যে সব মানুষ তাঁকে পরপর পাঁচ দফা নির্বাচনে জয়ী করেছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা অপরিসীম। তাঁদের কাছেই তিনি বিচার প্রত্যাশা করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস আগে থেকেই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে, ফলে এখন তিনি বিধানসভায় স্বাধীন সদস্য হিসেবে বিবেচিত। পারিবারিক সূত্রে খবর, আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যোগদান এবং প্রয়োজনে বক্তব্য রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিন তাঁকে ঘিরে যে উচ্ছ্বাস নজরে এল তাতে প্রশ্ন উঠছে, জেল থেকে ছাড়া পেলেও ছাব্বিশের নির্বাচনে পার্থ তৃণমূলের টিকিট পাবেন কি না তা নিয়ে। কয়েকদিন আগে বেহালা পশ্চিমে তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে নতুন জল্পনা ছড়ায়। সাত বছর পর তৃণমূলে ‘ঘর ওয়াপসি’ হয়েছে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। একসময় শোভন বেহালা পূর্বের বিধায়ক ছিলেন। এখন সেখানকার বিধায়ক শোভন-পত্নী রত্না চট্টোপাধ্যায়। ছাব্বিশের নির্বাচনে শোভনকে বেহালা পশ্চিমে প্রার্থী করা হবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়ে।

এসবের মধ্যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেও এখনও পর্যন্ত পার্থকে নিয়ে তৃণমূলের নেতারা বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সোমবার জানান, ‘আইনি ব্যাপার। যদি কোর্টে কোনও ব্যক্তি জামিনের আবেদন করে থাকেন, আর কোর্ট যদি মনে করে জামিন পেতে পারেন তাহলে তিনি আইন মতোই জামিন পাবেন।’ তবে অন্য কোনও তৃণমূল নেতা এখনও কোনও মন্তব্য করেননি।

তবে এদিন একটা ব্যাপার স্পষ্ট, পার্থকে ফের বেহালা পশ্চিমের প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান অনেকেই। ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক বৃন্দের তরফে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার দেওয়া হয়েছে। নাগরিক বৃন্দের তরফে বলা হয়, ‘বেহালা পশ্চিমের নবরূপকার পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বেহালা পশ্চিমকে নতুন করে সাজিয়েছেন। অশান্ত বেহালা পশ্চিমকে শান্ত বেহালায় পরিণত করেছেন তিনি।’ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তাঁরা বলেন, ‘যে কেউ অভিযোগ করতেই পারেন। প্রমাণ তো হয়নি। বেহালা পশ্চিমে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জায়গা কেউ নিতে পারবে না।’

নাকতলা উদয়ন সংঘ ক্লাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন পার্থ। ওই ক্লাবের সম্পাদক দেবব্রত দে বলেন, ‘পার্থ চট্টোপাধ্যায় নাকতলা উদয়ন সংঘের পুজোর সঙ্গে শুধু নয়, ক্লাবের প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে তিনি যুক্ত। পুজোয় সবসময় তাঁকে পাশে পেয়েছি। আগামী দিনেও পাব। পার্থদার ফিরে আসাটা ব্যক্ত করার ভাষা নেই। আমরা ক্লাবের সদস্যরা খুবই খুশি। খুশি পুজোর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষও।’

পার্থর জামিন নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেলমুক্তির অর্থ এই নয় যে তিনি অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। জামিনের অধিকার আছে প্রত্যেক অভিযুক্তের। সেই হিসেবে আইন জামিন দিয়েছে। কিন্তু মাছ খায় সব পাখি, মাছরাঙাটাই কলঙ্কিনী, এটা তো হতে পারে না! আমরা আশা করব, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রকৃত অবস্থান জেলের বাইরে এসে বলবেন। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন। এই পাপ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একার নয়। এটা তৃণমূলের একটা সংগঠিত অপরাধ। প্রাতিষ্ঠানিক লুঠ, দুর্নীতি। শিক্ষাব্যবস্থাকে খোলা বাজার বানিয়ে দেওয়া একা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, একা পার্থদার দোষ নয়। দোষ হলে আমাদের সকলের। সেই সকলের দরকার।’

দিল্লিতে বিস্ফোরণের জেরে ধর্মতলায় নাকা চেকিং।

এসএসসি: আত্মীয়ের নাম নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিকে ঘিরে ফের তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার ৬, মুরলীধর সেন লেনের রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, ‘যাঁরা ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বহু নির্দোষ চাকরি হারিয়েছেন, অথচ রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা রয়ে গিয়েছেন বেঁচে।’

সুকান্তবাবু জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি ১৫ হাজার শিক্ষক ও ৩৫১২ জন অশিক্ষক কর্মীর তালিকা প্রকাশিত হয়। ওই ৩৫১২ জনের মধ্যে ২৩৪৯ জন গ্রুপ ডি ও ১১৬৩ জন গ্রুপ সি কর্মী। এই তালিকায় বহু তৃণমূল-ঘনিষ্ঠের নাম রয়েছে, বলেন তিনি। অভিযোগ করে জানান, বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথকুমার মালিকের ভাই শান্তনু মালিক আন্দোলনে উসকানিমূলক ভাষণ দিয়েছেন। আবার শালবনির তৃণমূল বিধায়কের ভাই খোকন মাহাতো বৈতাশ্রী গোপাল হাই স্কুলে ক্লার্ক পদে চাকরি পান, যাঁর সিরিয়াল নম্বর ৬৭৪।

ডঃ মজুমদার বলেন, ‘এসএসসির আঞ্চলিক আধিকারিকদের স্বাক্ষর জাল করে বহু দোষীর নাম যুক্ত করা হয়েছে।’ তাঁর অভিযোগ, এই কেলেঙ্কারির মূল তিনটি পদ্ধতি ছিল; ওএমআর শিট জাল করা, র‍্যাঙ্ক জাম্প করানো এবং সুপারিশপত্র ছাড়াই চাকরি দেওয়া। ফলত প্রায় ২৬ হাজার পরিবার আজ অনিশ্চয়তায়।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি তাঁর, ‘তালিকার ৬৭৪ নম্বরে রয়েছেন বলপুরের বৃষ্টি মুখার্জি, মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়। তিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন, ওষুধ সেবন করতেন, ফলে পরীক্ষায় বসাই সম্ভব ছিল না। তাহলে তাঁর নাম এল কীভাবে?’ এরপরেই প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘পার্থ চট্টোপাধ্যায় কি নিজে বৃষ্টি মুখার্জির নাম তালিকায় যুক্ত করেছিলেন, না মুখ্যমন্ত্রীই তাঁকে তা করতে বলেছেন?’

তিনি বলেন, ‘৪৮ বছর বয়সে নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করা উচিত, যাঁরা নির্দোষ অথচ চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের চাকরি পুনর্বহাল করা হোক।’ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অবনতির প্রসঙ্গে সুকান্তবাবুর দাবি, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ পড়ুয়া সরকারি স্কুল ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে চলে গেছে। ১৮ হাজার শিক্ষক আজ ৩,৮০০টি ছাত্রশূন্য স্কুলে কর্মরত। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশে ছাত্রশূন্য স্কুলে ২০,৮১৭ জন শিক্ষক রয়েছেন, তার মধ্যে ১৭,৯৬৫ জনই বাংলার, এটাই তৃণমূলের ‘এগিয়ে বাংলা’।

তিনি বলেন, ‘জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০ আজও রাজ্যে কার্যকর হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং-এ ২৬ থেকে ৪৭-এ নেমে গেছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও ১২ থেকে ১৮-তে নেমেছে। অন্য দিকে, দেশের অগ্রগতির প্রসঙ্গ তুলে ডঃ মজুমদার বলেন, ‘২০১৫ সালে গ্লোবাল ইনোভশেন ইন্ডেক্সে ভারতের স্থান ছিল ৭৯, আজ ৩৯। গত বছর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ৯২ হাজার পেটেন্ট দাখিল করেছেন। স্ট্যানফোর্ড তালিকায় ৬২৩৯ জন ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্বের সেরাদের মধ্যে।’

নাম নেই সস্ত্রীক সব্যসাচীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগর পুরসভা তৈরি হয়েছে ১৯৯৫-এ। তখন থেকেই টানা কাউন্সিলর। এরপর ২০১৫-এ বিধাননগরের মেয়র। ২০১৬-এ নিউটাউনের বিধায়ক। বিধাননগর কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেই সব্যসাচী দত্তের নাম উধাও নির্বাচন কমিশনের ২০০২-এর ভোটার তালিকা থেকে। নেই তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণীর নামও। যা নিয়ে একই সঙ্গে হতবাক এবং ক্ষুব্ধ সব্যসাচী। স্বাভাবিক ভাবেই এই এসআইআর পর্বে এনুমারেশন ফর্ম তিনি ফিল-আপ কীভাবে করবেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গেও একাধিকবার কথা বলেছেন সব্যসাচী। কিন্তু কোনও সুরাহা বেরোয়নি।

প্রাথমিকে ৩২০০০ চাকরি বাতিল মামলায় দুর্নীতির তত্ত্ব ওড়াল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে ৩২০০০ চাকরি বাতিল মামলার শুনানিতে রীতিমতো তথ্য দিয়ে দুর্নীতির তত্ত্ব ওড়াল রাজ্য। পাশাপাশি রাজ্যের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের শেষে এ-ও দাবি করা হয়েছে, অনিয়ম শুধু ৩৬০টি নিয়োগে। আর এটাকেই দুর্নীতি-দুর্নীতি বলে চিৎকার করা হচ্ছে। একইসঙ্গে রাজ্যের তরফে এও বলা হয়, ২৬৪ জন প্রশিক্ষিতের টেট উত্তীর্ণ মার্কস নিয়ে ত্রুটি আর ৯৬ জন প্রশিক্ষিতের চাকরি বাতিল করে বোর্ড নিজেই। ৯৬টি চাকরির সুপারিশ ছিল না বোর্ডের। এখানেই শেষ নয়, রাজ্যের দাবি, এস বসু রায় কোম্পানি বোর্ডের হয়ে কার্যত প্রিন্টিংয়ের কাজ করেছে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর দিয়েছেন পরীক্ষকেরা। সেই নম্বর বা ডেটাগুলো প্রিন্টিংয়ের কাজ করেছে এস বসু রায় কোম্পানি।

এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের দাবি, ‘২০১৬ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সংশোধিত আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করেছে বোর্ড। জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলগুলি সেই তালিকা বোর্ডের কাছ থেকে পেয়ে জেলাভিত্তিক ফল প্রকাশ করেছে। কোথাও দুর্নীতি হয়নি।’

মামলায় রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, ‘কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি বা অনিয়ম ছিল, যা শুধরে নেওয়া হয়।’ এই প্রসঙ্গে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এ প্রশ্নও করেন, ৯৬ জন প্রশিক্ষিতের চাকরি বাতিল কেন করতে হল তা নিয়ে। উত্তরে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত উত্তরে জানান, ওই ৯৬টি চাকরির সুপারিশ করেনি বোর্ড, তাই বাতিল করা হয়।

বাংলা জুড়ে শীতের আমেজ, নামছে তাপমাত্রার পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিলই। এবার আরও নামল তাপমাত্রা। বাংলায় এখন শীতের আমেজ। রোদ ঝলমলে খটখটে আবহাওয়া। তবে সে রোদ গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বাড়বে ঠান্ডার আমেজ। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে থাকবে। সকালের দিকে কুয়াশার কারণে সমস্যা হতে পারে কোথাও কোথাও।

১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নেমেছে কলকাতার পারদ। কলকাতার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে গিয়েছিল রবিবারই। সোমেও শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৯ ডিগ্রি কম। এছাড়া রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি কম। আলিপুরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কলকাতার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৮ থেকে ২৯ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।

অন্য দিকে, পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর তাপমাত্রা নেমেছে ১৪-১৫ ডিগ্রির ঘরে। স্বাভাবিকের এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে তাপমাত্রা বিভিন্ন জেলায়। খুব সকালে ও রাতে শীতের আমেজ বেশি। বেলা বাড়লে আমেজ উধাও। খুব সকালে হালকা কুয়াশা। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। আপাতত চার-পাঁচ দিন তাপমাত্রার পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। চলতি সপ্তাহে শনিবার পর্যন্ত শীতের আমেজ রাতে ও সকালে। তবে পুরোপুরি শীত আসতে আরও দেরি।

উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশা। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার পরিমাণ বেশি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জলপাইগুড়ি- সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। রোদ ঝলমলে পরিবেশ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। আপাতত পাঁচ দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় খুব বেশি পরিবর্তন নেই। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই।

মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.২ ডিগ্রি।

‘অযোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই’, মোদীর ভুটান সফরও শশীর কটাক্ষে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১২ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দু’দিনের ভুটান সফরে রওনা হওয়া নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার কলকাতায় দলের সর্বভারতীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে প্রবল আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর অভিযোগ, ‘দেশে নিরাপত্তা ভেঙে পড়েছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে, আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্বহীনতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অযোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ অবিলম্বে প্রয়োজন।’

শশী পাঁজা বলেন, ‘দেশের রাজধানীতে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটছে, তবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলতে পারেন ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে বলা কঠিন! যদি তিনিই জানেন না, তাহলে দেশকে রক্ষা করবেন কীভাবে? গোয়েন্দা রিপোর্ট কোথায়? মূল্যায়ন ব্যবস্থা কোথায়? এটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব থেকে পলায়ন।’ তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, দিল্লি পুলিশ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ, ফলে দায় এড়ানোর কোনও জায়গা নেই। ‘দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে যদি নিরাপত্তা ভেদ হয়, তা হলে এই সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন। বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে, তারও কোনও প্রতিরোধ হয়নি। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, বিজেপি সরকারের হাতে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে।’

তিনি একের পর এক ঘটনার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ‘২০১৫-তে গুরুদাসপুর ও উধমপুর, ২০১৬-তে উরি ও পাঠানকোট, ২০১৯-এ পুলওয়ামা; প্রতিটি হামলাতেই সরকারের গোয়েন্দা ব্যর্থতা প্রকট। তখনও অমিত শাহ ছিলেন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে, আজও তিনি ব্যর্থ। ২০২৫-এর পহেলগাঁও হামলায় ২৬ জন শহিদ হয়েছেন, আজকের বিস্ফোরণ তারই ধারাবাহিকতা।’

শশী পাঁজা প্রশ্ন তোলেন, ‘এমন এক সরকার, যারা কুম্ভমেলার মৃত্যুও লুকিয়ে রাখে, তাদের কাছ থেকে স্বচ্ছতা আশা করা বৃথা। কয়লা চুরি, সীমান্ত অনুপ্রবেশ, জঙ্গি হামলা সব বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী একদিকে বলেন, কেউ সীমান্ত পার হয়নি, অন্য দিকে জঙ্গিরা রাজধানীতে পৌঁছে যাচ্ছে। এই ভরাডুবির দায় কার?’ তিনি আরও বলেন, ‘নোটবন্দির সময় ১০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সরকার বলেছিল সন্ত্রাসবাদ শেষ হবে। অথচ বাস্তবে সন্ত্রাস আরও বেড়েছে। অগ্নিবীর প্রকল্পে সেনাবাহিনীর কাঠামো দুর্বল হয়েছে, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমেছে। সেনারা আজ সীমিত সরঞ্জামে লড়ছেন, আর সরকার প্রচারে ব্যস্ত।’ শশীর কণ্ঠে তীব্র ক্ষোভ, ‘পুলওয়ামার সময় ৪০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন, আর প্রধানমন্ত্রী তখন জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে শুটিংয়ে ব্যস্ত। বিকেল ৩টে ১০ মিনিটে হামলা, কিন্তু সন্ধে ৬টা ৪০ পর্যন্ত শুটিং! নেতৃত্ব বলতে এটাই?’ মন্ত্রী বলেন, ‘মণিপুরে জাতিহিংসায় ২৬০ জন মারা গেছেন, ৬০,০০০ মানুষ গৃহহীন, প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছতে নিয়েছেন ৮৬৪ দিন। আজও দিল্লিতে বিস্ফোরণে ১২ জন মারা গেলেন, আর তিনি ভুটান সফরে! এ কেমন দায়বোধ?’

শেষে শশী পাঁজা তীব্র ভাষায় বলেন, ‘২০১৯ সালে সংসদ ভবনে হামলাকারীরা বিজেপি সাংসদের দেওয়া পাস ব্যবহার করে ঢুকেছিল, ২০০১ সালেও সংসদ হামলা ঘটেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে। এই ধারাবাহিক নিরাপত্তা ব্যর্থতা কাকতালীয় নয়; এটা বিজেপির শাসনের ব্যর্থতার প্রতীক। দেশ আজ এমন এক সরকারের হাতে, যারা প্রচারে ব্যস্ত, কিন্তু রক্ষা করতে অক্ষম।’

লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণে ক্ষুব্ধ শেষ মোগল বংশধর

রাজীব মুখোপাধ্যায়

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় সোমবার সন্ধেয় ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন শেষ মোগল বংশধর। তাঁর গলায় মিশে ছিল ক্ষোভ, হতাশা আর দীর্ঘদিনের অবহেলার হাহাকার। ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হয়েও আজ তিনি সাধারণ জীবনের সঙ্গে লড়ছেন; তবু দেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর টান একটুও কমেনি।

বিস্ফোরণের খবর জানার পরেই হাওড়ার বাসিন্দা শেষ মোগল বংশধর তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানান, ‘হ্যাঁ, দিল্লির ঘটনার কথা আমি শুনেছি। শোনার পরে খুব খারাপ লেগেছে’, কণ্ঠে বেদনা স্পষ্ট। বলেন, ‘লালকেল্লা এমন এক ঐতিহ্য, যা অতীতে গড়ে উঠেছিল। এখন কেউই তেমন কিছু করতে পারে না। কিন্তু যদি এই কাজ না -হয়, কেউ ভিতরে যাবে না, কেউ টিকিট কিনবে না;তাতে সরকারেরই ক্ষতি হবে।’

এরপরেই সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘যা কিছু ঘটছে, তার সম্পূর্ণ দায় সরকারের। দায়িত্ব সরকারেরই হওয়া উচিত, যাতে তারা জায়গাটিকে ভালোভাবে রক্ষা করে, ভুল থেকে শিক্ষা নেয়, আর যেন এমন ঘটনা আর না ঘটে। যদি আমরা এখন চুপ করে থাকি, মানুষ আরও উদাসীন হয়ে পড়বে; এতে সরকারেরই ক্ষতি হবে।’

লালকেল্লা থেকে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, জামা মসজিদ- সবই যে এক ঐতিহ্যের প্রতীক, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘লালকেল্লা, জামা মসজিদ, মিনা বাজার, আগ্রার তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি- সবই তো মোগল সম্রাটদের সৃষ্টি। এগুলো শুধু আমাদের নয়, গোটা দেশের ঐতিহ্য। মোগল হোক বা সরকার; এই নামগুলোই তো হিন্দুস্তানের মুখচিত্র।’

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি বাহাদুর শাহ জাফরের পুত্রবধূ। একসময় মানুষ আমাদের দেখতে কত চেষ্টা করত, অনুমতি নিত, চিঠি লিখত। আজ আমি সাধারণ মানুষের মতো। না আছে টাকা, না আছে শক্তি। লড়েছি অনেক, কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। হয়তো আমার ভাগ্য খারাপ, হয়তো সময় খারাপ।’

ইতিহাসের ধ্বংস নিয়ে তাঁর আক্ষেপ, ‘হ্যাঁ, এটাই এখন হচ্ছে; ওরা ধ্বংস করতে চাইছে আমাদের ইতিহাসকে। কিন্তু এতে কার উপকার হবে? এতে সরকারেরই ক্ষতি। আমি শুধু চাই, সরকার যেন এর দায়িত্ব নেয়। যতদিন তারা এটি দেখছে, ততদিন এটি তাদেরই কর্তব্য।’

দিল্লির ঘটনায় যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে বলেন তিনি, ‘যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যদি তাঁদের প্রকৃত বিচার হয়, তাহলে ওঁরাই নিজেরাই সত্য বলবেন যে কে তাঁদের এই ঘটনা ঘটাতে পাঠিয়েছে, কে কী করেছে। এই ব্যাপারে আপনি বা আমি কিছু বলতে পারি না। সত্য কথা তাঁদের মুখেই শোনা যাবে।’

শেষে ইতিহাসের প্রতি এক গভীর গর্বের সঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমাদের পূর্বজদের ইতিহাস গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে। মোগল সম্রাট লালকেল্লা গড়েছিলেন, তিনিই তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। এই নামগুলোই তো আমাদের দেশের পরিচয়। আজও আমি গর্বিত, এগুলো হিন্দুস্তানের গৌরব।’ ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকারিণীর কথায় তাই আজও প্রতিধ্বনিত হয় এক প্রশ্ন; ‘আমাদের ইতিহাস যদি বারবার আঘাতের মুখে পড়ে, তাহলে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কী দেখাব?’ সরকারের কাছে তাঁর একটাই দাবি, দোষীদের কড়া শাস্তি হোক, আর দেশের ঐতিহ্য যেন আর কোনও বিস্ফোরণের আগুনে না জ্বলে ওঠে।

বিএলএ নিয়োগে নতুন নিয়ম, কমিশনকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) নিয়োগে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নতুন নির্দেশিকাকে স্বাগত জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘মাননীয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) নিয়োগে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সময়োপযোগী এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই।’

তিনি জানান, আগের নির্দেশিকায় বলা ছিল, কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটারই সেই বুথের বিএলএ হতে পারবেন। কিন্তু নতুন নিয়মে কমিশন স্পষ্ট করেছে, যদি কোনও বুথে বিএলএ নিয়োগে অসুবিধা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্য কোনও বুথের ভোটারও অন্য বুথের বিএলএ হিসেবে কাজ করতে পারবেন। শুভেন্দুর মন্তব্য, নির্বাচন কমিশনের বিএলএ নিয়োগের এই পরিধি বৃদ্ধিতে সকল রাজনৈতিক দল উপকৃত হবে।

তাঁর মতে, নতুন এই নির্দেশিকা অনুপ্রবেশকারী ও মৃত ভোটারদের চিহ্নিত করতেও আরও কার্যকর ভূমিকা নেবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘নতুন এই নির্দেশিকা শক্তিশালী ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরিতে আরও বেশি কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।’ গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা ও বাস্তব পরিস্থিতিকে বিবেচনায় এনে কমিশনের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, ‘বাস্তব পরিস্থিতিকে বিচার করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপের জন্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই।’

সম্পাদকীয়

চিটফাণ্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরানোর পদ্ধতি নিয়েও উঠছে প্রশ্ন

চিটফাণ্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরানোর পদ্ধতি নিয়েও এবার প্রশ্ন উঠে গেল। প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। চিটফাণ্ডে টাকা রেখে যাঁরা প্রতারিত হয়েছিলেন, পরবর্তী কালে আদালত সেই সংস্থার বাজোয়াপ্ত করা সম্পত্তি বিক্রি করে বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরানোর ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন চিটফান্ডের জন্য গড়া হয়েছিল আলাদা আলাদা কমিটিও। যেমন সারদার জন্য শ্যামল সেন কমিশন গড়েছিল রাজ্য। তেমনি আদালতের তত্বাবধানেও একাধিক কমিটি তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার তখন এই নিয়ে উদ্যোগী হলেও কালের নিয়মে সে সবই ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। ক'জন তাঁদের প্রাপ্য পেয়েছেন বলা কঠিন। এমপিএস নামের একটি সংস্থার বিনিয়োগকীদের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতির নেতৃত্বে গড়ে তালুকদার কমিটি। এবার খোদ আদালতেরই প্রশ্নের মুখে তালুকদার কমিটির কাজকর্ম। প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের বাইরে গিয়ে আদালতের নির্দেশ না মেনে সংস্থার এজেন্টদের এক লপ্তে বেশি টাকা পাইয়ে দিয়েছে ওই কমিটি। তাই এবার হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তালুকদার কমিটির ভূমিকা। এরপর অনেকেই এর মধ্যে অন্য কোনও দেখতে পাচ্ছেন। যদিও আদালত আপাত ভাবে গোটা ঘটনায় কোনও বেনিয়ম বা দূর্নীতির কথা বলেনি। কিন্তু তারপরও এ নিয়ে চর্চা চলছে। প্রশ্ন আদালত নিযুক্ত একটা কমিটি কীভাবে আদালতের নির্দেশ অমান্য করছে? একটা বেনিয়ম ও দূর্নীতির শিকার যাঁরা তাদের রক্ষা করতেই তো এই কমিটি, এখন এই কমিটির বিরুদ্ধেও যদি বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে তাহলে মানুষ আর যাবে কোথায়? সম্প্রতি এ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে যে, এক সপ্তাহের মধ্যে এমপিএসয়ের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের তালিকা চিহ্নিত করে আদালতে জমা দিতে হবে। অভিযোগ উঠছে টাকা ফেরানোর ক্ষেত্রে আদালত বেধে দেওয়া ১০ হাজার টাকার সর্বোচ্চ সীমার গাইডলাইনও মানেনি কমিটি। আমানতকসরীদের প্রশ্ন এবার তাঁরা কোথায় যাবেন?

আজকের দিন

■ ১৯৩০ - লন্ডনে প্রথম রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

■ ১৯৪৭ -দিল্লির অল ইন্ডিয়া রেডিওতে পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ স্মরণে পালিত হয়। এটি ছিল তাঁর প্রথম এবং একমাত্র সরাসরি সম্প্রচার।

■ বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস

বিশ্বব্যাপী শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি প্রধান সংক্রামক ঘাতক, নিউমোনিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি বিশ্বব্যাপী উদযাপন।

জন্মদিন

আজকের দিন

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

১৯২৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আমজাদ খানের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শতরূপা সান্যালের জন্মদিন।*

পানীয় ও তলানির ফারাকে প্রস্তুত কোচবিহার-সহ জলপাইগুড়ি !

সুবীর পাল

পরিসংখ্যান ঘাঁটলে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা সাতটি বিধানসভা ফলাফল কিন্তু বিজেপির ঘরে উল্লাসের প্লাবন এনেছিল ২০২১ সালে। সেই নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, দিনহাটা ও নাটাবাড়ি আসনে বিজেপি জিতেছিল যথাক্রমে ২৬,১৩৪, ১৪,৬১৫, ৪,৭৯৯, ১৭, ৮১৫, ৫৭ ও ২৩,৪৪০ ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলকে হারিয়ে। তবে টিএমসির কাছে সিতাই'য়ে ভারতীয় জনতা পার্টি হার মানতে বাধ্য হয় ১০,১১২ ভোটে। আবার লোকসভার আবহে ২০১৯ সালে এই কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট পায় ৭,৩১,৫৯৪টি। তৃণমূলের থলিতে যায় ৬,৭৭,০০০টি ভোট। সেই বছর জয়লাভ করে বিজেপি ৫৪,৫৯৪জন অতিরিক্ত ভোটদাতার সমর্থনে। তবে পাঁচ বছর পর জন সমর্থনের হাওয়া পাল্টে যায় এই কেন্দ্রে একেবারে উল্টো মেরুর অনুকরণে।

এতো বাঘের ঘরে ফেউ এসে গেছে। অর্থাৎ রাজ্যের দুয়ারে বিধানসভা ভোট কড়া নাড়তে প্রায় উন্মুক্ত, তখনই একেবারে ঢাকঢোল পিটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একেবারে স্বমহিমায় হাজির এসআইআর। ব্যাস, আর যায় কোথায়? রাজ্য রাজনীতিতে যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একপ্রকার দামামা বেজে উঠেছে। শাসক তৃণমূল বনাম বিরোধী বিজেপির পেশি প্রদর্শনে। এক্ষেত্রে সিপিএম ও কংগ্রেস কিছুটা সানাইয়ের পোঁ বাজিয়েই খুশিতে বিহ্বল।

এমনই থরথর প্রকৃতির নিজস্ব খেয়ালে এখন কেমন কেমন জানি উত্তরে হাওয়া বইছে। বিশেষতঃ হিমেল উত্তরকন্যার অবহেলিত রাজ্যত্বে।

কিন্তু তাতে কি যায় আসে? তথাকথিত উন্নয়ণের হকারি নেতারাও তো ইতিমধ্যেই ছক কষতে শুরু করেছে, কিভাবে উত্তরবঙ্গবাসী মনে ভোটমুখী গরম হাওয়া একটু না হয় বিলিয়ে দেওয়া যায়। হাজার হলেও এই মরশুমি ঠান্ডার পলকা মরশুমে।

তবে রাজ্যে প্রত্যাশিত বিধানসভা ভোট কিন্তু আগত ভরা বৈশাখী চড়া মেজাজী রোদ্দুরে হলে কি হবে, এই বেবী শীতের অকাল নভেম্বরেই যে পরোক্ষ জিঙ্গেল বেল বাজিয়ে ছাড়লো ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। মানতে না চাওয়া ঠ্যাঁটা বাংলায় এসআইআর হচ্ছে হবেই রণংদেহী মনোভাবে। অগত্যা কিইবা আর করার আছে, দেখ লুঙ্গা বডি ল্যাঙ্গুয়েজে নেড়ি সারমেয় স্বরূপ দশ পা নিরাপদে পিছিয়ে ঘেউ ঘেউ ডায়লগবাজি করাই এখন সার। সুতরাং রাজনৈতিক পর্যায়ে বাজার গরম করো মনোভাব নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে অচিরে একটাই আশ্বাসবাণী সুকৌশলে ছড়িয়ে দাও, হে দুধেল গাইগণ তোমরা নির্ভয়ে আমাকে আরও একটিবার ভোটটি দাও, আমি তোমাদের দেব যাবতীয় বেয়ারা আস্কারা। কি? আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি নাকি? ওসব আস্কারা টাস্কারা কভি নেহি। একদম চলবে না ওসব। অনেক হয়েছে এতদিন। অপর কোর্টের কুশীলবেরাও এখন মাঠ কাঁপাতে প্রস্তুত ভিন্ন দাবির পাঙ্গাতে, বেড়া ডেঙ্গানো শান্তির ছেলেরা দেশ থেকে দূর হটো, দূর হটো।

দুই পক্ষের এমন দ্বিজ অহং অস্মিতায় ভোটের ফুরফুরে দোলাচল হাওয়া রিয়েলি জমে ক্ষীর হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং থেকে কাকদ্বীপের প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী বুথে। কথায় আছে যে, এলাকায় বাঘ ঢোকার আগে নাকি ফেউ আসে। তেমনই ঘরে ঘরে নির্বাচনী প্রচারে বিনয়ের অবতার ভোট প্রার্থী পাখিরা আসার আগেই বঙ্গবাসীর দরজায় কড়া নাড়তে ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে তথাকথিত বিএলও'রা। ফলে আতা গাছে তোতা পাখির মতো কেল্লা ফতের বাসনায় বুথ লেভেল ওয়ার্ম-আপে নামতে শুরু করেছে যে সব প্রজাতির ভোট রাজাপক্ষ। যে যার মতো করে লাল, সবুজ, গেরুয়া জার্সি পরিধানে।

এমনই চনমনে নির্বাচনী বাতাবরণে উত্তরবঙ্গেও যথারীতি সিংহভাগ জনমানসের হাবে ভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে একটা পূর্ব পরিকল্পিত 'এবার দেখে নেওয়ার পালা' মনোভাবের অদ্ভুত রকমের রহস্যময় দৃঢ়তা। এ হেন গণদেবতার অতি অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা অবশ্যই রাজ্য শাসক দলের কাছে শিরদাঁড়ায় হিমবাহ বহণের মতোই কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। আবার বিরোধী শিবির শেষ পর্যন্ত শাসক বিরুদ্ধ বিগত পনেরো বছরের অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ভোটদান সহ নানাবিধ বেনিয়মের অভিযোগের ফসল নিজেদের ঝুলিতে কতখানি এককাট্টা অবস্থায় তুলে নিতে সক্ষম হবেন, এখন যে সেটাই কোটি টাকা মূল্যের প্রশ্ন।

সে যাই হোক না কেন, রাজ্যের উত্তরবঙ্গ কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে 'আমরা করবো জয় নিশ্চয়' হিসেবে দেখা দিয়েছে। তেমনই বিজেপি তো বাংলার এই ভূখণ্ড সম্পর্কে বেশ মিশ্র হাসি হেসেই চলেছে পরপর কয়েকটি নির্বাচনে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা অনুসারে। দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার এই দুটি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোট চোদ্দটি বিধানসভা আসন রয়েছে। গত বিধানসভা ভোটে এখান থেকে তৃণমূলের প্রাপ্তি মাত্র একে চন্দ্র। এসবই তো ইতিমধ্যে বহুল চর্চিত। উপরিউক্ত দুটি লোকসভা কেন্দ্রের একদম ঘা ঘেঁষা আরও দুটি সংসদীয় কেন্দ্র। সেক্ষেত্রে একটি যদি হয় কোচবিহার তবে অন্যটি অবশ্যই জলপাইগুড়ি।

চলতি ইংরেজি বছর শেষ হলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট বেজে যাওয়ার কথা অন্তত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সেখানে উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তরে কোচবিহার লোকসভা আসন অন্তর্ভুক্ত মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো হলো মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, দিনহাটা, নাটাবাড়ি ও সিতাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে কোচবিহার পরিচিত ছিল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। পরপর ছয়বার এই লোকসভা কেন্দ্রটি ছিল কংগ্রেসের তালুবন্দি। তারপর থেকে এই আসনটি একচেটিয়া ভাবে দখল করে নেয় ফরোয়ার্ড ব্লক। কিন্তু ২০১৯ সালে সবাইকে হতবাক এটি চলে যায় বিজেপির পকেটে। কিন্তু আরও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে ২০২৪ সালে। গতবছরের ডিংডং ইলেকশন ব্যাটেলের ব্যাটনটা আচমকা চলে যায় তৃণমুলের কব্জায়। বিজেপির থেকে ২.৪১ শতাংশ বেশি ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে সঞ্চয় করে। মজার বিষয় হলো ২০২১ সালের এই বিধানসভা আসনগুলির মধ্যে একমাত্র সিতাইয়ে জয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ঘাসফুলকে। পক্ষান্তরে বাদবাকি ছয়টি আসনে জিতে ছিল পদ্মদল। যদিও উপনির্বাচন পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হলে দিনহাটা বিধানসভা আসনটি চলে যায় কালিঘাটের তত্ত্বাবধানে। ফলে আগত বিধানসভা নির্বাচনে এই সাতটি আসনে ভোদাতারা বুথের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে যে কি ভেল্কি দেখাবেন তা নিয়ে কিন্তু যুযুধান দুই পক্ষই যথেষ্ট চাপে রয়েছে এই মুহূর্তে।

পরিসংখ্যান ঘাঁটলে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা সাতটি বিধানসভা ফলাফল কিন্তু বিজেপির ঘরে উল্লাসের প্লাবন এনেছিল ২০২১ সালে। সেই নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, দিনহাটা ও নাটাবাড়ি আসনে বিজেপি জিতেছিল যথাক্রমে ২৬,১৩৪, ১৪,৬১৫, ৪, ৭৯৯, ১৭,৮১৫, ৫৭ ও ২৩,৪৪০ ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলকে হারিয়ে। তবে টিএমসির কাছে সিতাই'য়ে ভারতীয় জনতা পার্টি হার মানতে বাধ্য হয় ১০,১১২ ভোটে।

আবার লোকসভার আবহে ২০১৯ সালে এই কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট পায় ৭,৩১, ৫৯৪টি। তৃণমূলের থলিতে যায় ৬,৭৭,০০০টি ভোট। সেই বছর জয়লাভ করে বিজেপি ৫৪,৫৯৪জন অতিরিক্ত ভোটদাতার সমর্থনে। তবে পাঁচ বছর পর জন সমর্থনের হাওয়া পাল্টে যায় এই কেন্দ্রে একেবারে উল্টো মেরুর অনুকরণে। ২০২৪ সালের ময়দানে সমস্ত হিসেব নিকেশকে তুড়ি মেরে তৃণমূল পেয়ে যায় মোট ভোটদাতার ৪৮.৫৭ শতাংশ সমর্থন। অর্থাৎ ৭,৮৮, ৩৭৫টি ভোট। সেক্ষেত্রে বিজেপির ভাগ্যে জোটে ৭, ৪৯,১২৫টি ভোট। যার শতকরা হিসেব হলো ৪৬.১৬ শতাংশ। ফলে সেই অঞ্চলে সবুজ আবীর উড়েছিল ৩৯, ২৫০ ভোটে জিতে যাওয়ায়।

সুতরাং কোচবিহার লোকসভা এলাকায় ভোটের ধারাবাহিকতা পরপর বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই ভূখণ্ড আদতে কোনও দলের কখনও স্থায়ী সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি। বারেবারে পাল্টি খেয়েই চলেছেন এখানকার ভোটদাতারা। দিনহাটা উপনির্বাচনে ও সদ্য সমাপ্ত লোকসভা আসনটিতে ঘাসফুলের ক্লিন স্যুইপ কিন্তু এই অনিশ্চয়তার চরিত্রটি আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে জনসমক্ষে। সুতরাং উক্ত এই সাতটি আসন আগামী বিধানসভা ভোটে কোন দলের মুখে সবচেয়ে বেশি হাসি ফোটাবে তা সময়ই বলবে। তবে কোচবিহার লোকসভা অঞ্চলটি যে বর্তমানে উত্তরকন্যার আনপ্রেডিক্টেবল হটসিট তা আর এখন বলার অপেক্ষা রাখে না। অগত্যা আর কি করার, হাতের পাঁচ, ফিফটি ফিফটি ব্রিটানিয়া বিস্কুটের কথাই না হয় মনে মনে থাক।

কোচবিহার লোকসভার কড়চা চর্চা হলে চায়ের সঙ্গে টায়ের মতো জলপাইগুড়ি আসনের কাটাছেঁড়া হবে না, তা কি হয় নাকি? এই তো গত বছরে সদ্য দিল্লির মসনদ মিলিঝুলি শর্তে দখল করেছিল কমুণ্ডল পার্টি। সেই কমুণ্ডলে কিন্তু তাদের সার্মথ্য মতো উদার হস্তে জল সাপ্লাই দিয়েছিল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রটি। অর্থাৎ গোদা বাংলায় জলপাইগুড়ি থেকে বিজেপি পেয়েছিল প্রত্যাশিত সাংসদকে। মোট ভোটার ১৮,৮৫,৯৬৩ জনের মধ্যে ৭,৬৬,৫৬৮ জনের আশীর্বাদ পেয়েছিল গেরুয়া শিবির ৪৮.৫৭ শতাংশ ভোট প্রাপ্তিতে। অন্যদিকে তৃণমূল মেনে নেয় ৬,৭৯,৮৭৫'এর সমর্থন। যার অর্থ ৪৩.০৭ শতাংশ ভোটের তৃণমূলী তুষ্টি। অতএব গাণিতিক ভাবে ৫.৫০ শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে ৮৬,৬৯৩ জন আমজনতার অতিরিক্ত রায়ে পার্লামেন্টে শপথ নেন গৈরিক সাংসদ। এই লোকসভা আসনেও রয়ে গেছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। যথা মেখলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, মাল, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এই লোকসভা কেন্দ্রটি ছিল কংগ্রেসের এক অটুট দুর্গ। কিন্তু পাশা উল্টে যায় ১৯৮০ সালে। সেই থেকে টানা নয়বারের জন্য হাত বদল হয়ে যায় সিপিএমের সিন্দুকে। কিন্তু ওই যে একটা বাংলা প্রবাদ আছে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।' ফলে জলপাইগুড়িতে ২০১৪ সালে বিজয় মালা পরে তৃণমূল। যদিও তৃণমূলও এই কেন্দ্রটিকে নিজের করে আগলে রাখতে পারেনি ২০১৯ ও ২০২৪'য়ে। তবে নবান্ন দখলের লড়াইয়ের কারণে ২০২১ সালে তৃণমূল জয় পায় মেখলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ ও মাল'য়ে যথাক্রমে ১৪,৬৮৫, ৯১৪, ২৫,৭৭৩ এবং ৫,৪৬৫ ভোটের ফারাকে। আবার ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনগুলিতে বিজেপি বিজয়ী হয়েছিল ৪,৩৫৫, ১১,৯১১ ও ২৭,৫৯৩ ক্রমসংখ্যক ভোটের ব্যবধানে। এরপর ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে ধূপগুড়ি আসনটি ছিনিয়ে নেয় শাসক ঘাসফুল।

সুতরাং ২০২৬ সালে জলপাইগুড়ি লোকসভা অন্তর্নিহিত বিধানসভা আসনগুলিতে কোন রাজনৈতিক দল অধিকাংশ ক্ষীর খেতে সমর্থ হবে তা কিন্তু এখন থেকেই বলাটা অনেকটা দুরূহ। কারণ ইতিমধ্যেই ভুয়ো ভোটার বাতিল করতে টি টোয়েন্টি মেজাজে ব্যাটিং করতে নেমে পড়েছে এসআইআর। এরপর আসল ভোটার অবশেষে কতটা থাকবে ঝেড়েঝুড়ে তার জন্য সকলকে অপেক্ষা করতেই হবে আরও দুই মাস। শাসকের প্রশাসনিক যন্ত্র যেমন মাঠে পুরোপুরি নামিয়ে দেবার সম্ভবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তেমন জলপাইগুড়ি লোকসভা এলাকার নিজস্ব বাসিন্দাদের সরকার বিরোধী আপন আবেগ কিন্তু এবার খুবই প্রকট। অন্তত হাটে বাজারে স্যোশাল মিডিয়ায় পাবলিক নার্ভ কিন্তু তাই সমর্থন করছে। একদম সরাসরি। অন্যদিকে, প্রকৃত ইক্যুয়েশনটা এখানে নির্ভর করছে সেই এসআইআর, সেই নিখাদ মনোস্থির, সেই ঝকঝকে ভোটার লিস্ট, তার উপর। আচ্ছা, একুশের কেরামতি কি তবে ছাব্বিশের ছাকনিতেই তলানিতে পরিণত হয়ে যাবে না তো?

এটা অবশ্যই সবশেষে মনে রাখাটাই সমীচীন শাসক ও বিরোধী, পরস্পর দুই পক্ষকেই। শুধু ডায়ালগবাজির প্রতিশ্রুতি বা ব্যক্তিগত ক্যারিশমার অবক্ষয় দুই কিন্তু হরবার দেখতে দেখতে সত্যি ক্লান্ত আজকের কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা এলাকার প্রতিটি নাগরিক। দার্জিলিং চায়ের অরিজিনাল সুবাস কিন্তু তাঁদের ধমণীতে মিশে রয়েছে, একাটা ভুলে না গেলেই মঙ্গল। তাই তাঁরা এবার কিন্তু প্রস্তুত চায়ের কাপের পানীয় কতটা চুমুক দিয়ে পান করবেন আর কতটা তলানি ফেলে রাখবেন। ইঙ্গিত বোধগম্য হলে, সাবধান।

আনন্দকথা

স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত সুরেশ মিত্রের বাড়িতে আসিয়া লাগিল। ঠাকুর তাঁহাকে সুরেন্দ্র বলিতেন। সুরেন্দ্র ঠাকুরের পরম ভক্ত।

কিন্তু সুরেন্দ্র বাড়িতে নাই। তাঁহাদের নুতন বাগানে গিয়াছেন। বাড়ির লোকরা বসিতে নিচের ঘর খুলিয়া দিলেন। গাড়িভাড়া দিতে হবে। কে দিবে? সুরেন্দ্র থাকিলে সেই দিত। ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিলেন, ''ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে।'' (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র পাড়াতেই থাকেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। এদিকে বাড়ির লোকেরা দোতলার ঘরে ঠাকুরকে বসাইলেন। ঘরের মেঝেতে চাদর পাতা, দু-চারটে তাকিয়া তার উপর; কক্ষ-প্রাচীরে সুরেন্দ্রের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত ছবি (oil painging) যাহাতে কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ

(ক্রমশ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পরিবর্তন ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পুরসভার রদবদল হতেই পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদ পরিবর্তন নিয়ে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন। দলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, রাজ্য নেতৃত্ব নাকি এই পুরসভার দু'টি পদ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী পরিষ্কার করে কিছু জানাননি। তিনি বলেছেন, 'রাজ্য নেতৃত্ব পূর্ণাঙ্গ কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তা অবশ্যই মানা হবে।' তবে পুরাতন মালদা পুরসভার সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে দলের একাংশ কর্মী ও সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অনেকেই চাইছেন আগামী

বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রদবদল করা হোক সংশ্লিষ্ট পুরসভার। তার ব্যাখ্যা হিসেবে দলের একাংশ কর্মী ও সমর্থকরা জানিয়েছেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরাতন মালদা পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের প্রায় ২৩ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল, জয়ী হয় বিজেপি। একইভাবে গত লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ২৭ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। সেখানেও জয়ী হয় বিজেপি। অথচ পুরো নির্বাচনে জয় জয়কার হচ্ছে তৃণমূলের। এখানেই দলের একটা বড় ছক বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ করছে বলে অভিযোগ। সেক্ষেত্রে এবারে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পুরো পরিবর্তন চাইছেন দলের একটা বড় অংশ।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদার মোট ২০ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮ টি ওয়ার্ডই রয়েছে তৃণমূলের দখলে। চেয়ারম্যান রয়েছেন কার্তিক ঘোষ এবং ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন সফিকুল ইসলাম। কিন্তু পুরসভার বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মধ্যেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। দলের একাংশ কর্মী সমর্থকদের অভিযোগ, পুরো নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার হচ্ছে। আর যখনই লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের ভরাডুবি হচ্ছে। অনায়াসে বিজেপি জয়ী হচ্ছে। এখানে একটি বড় রাজনৈতিক চক্র কাজ করছে। তাই এই পুরসভায় দরকার পুরসভার পরিবর্তনের। পুরাতন মালদা পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর বৈশিষ্ট ত্রিবেদী বলেন, 'পুরসভা জুড়ে পরিবর্তনের একটা গুঞ্জনের কথা শুনতে পেয়েছি। যদিও সেটা দল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে বিগত দিনের বিধানসভা নির্বাচনে পুরাতন মালদা পুরসভার ২০ টি ওয়ার্ডের ২৩ হাজার ভোটে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। জয়ী হয়েছিল বিজেপি। একইভাবে গত লোকসভা নির্বাচনে এই পুরসভার সমস্ত ওয়ার্ড মিলিয়ে প্রায় ২৭ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল দল। সেখানেও একইভাবে জয়ী হয় বিজেপি। অথচ ১৮ টি ওয়ার্ডে এখন তৃণমূল দলের কাউন্সিলর রয়েছে। তারপরেও কেন এই ফলাফল সেটা তো অবশ্যই সার্ভে করে দেখেছে দল। কাজেই এখানে পরিবর্তনের বিষয়টিও রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে। তবে মানুষের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ রয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট পুরসভার মঙ্গলবাড়ি, বাচামারি, রবীন্দ্রপল্লী-সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষার মরশুমে জল কাদায় ডুবে থাকতে হয়। অধিকাংশ জায়গায় নিকাশি নালার ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। পানীয় জলের চরম সমস্যা রয়েছে। জঞ্জাল যেখানে সেখানে জমে থাকছে। আর মহলবাড়ি এলাকায় যানজট নিত্যদিনের সমস্যা। এই রকম হচ্ছে পুরসভার হাল। সুতরাং এই পুরসভার নতুন মুখ আসুক তাহলে হয়তো এসব সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা হবে। অবশ্যই সেদিকে চেয়ে আছে বহু মানুষ। যদিও এপ্রসঙ্গে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, 'এইসব অভিযোগ সঠিক নয়। তবে পরিবর্তনের ব্যাপারে দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশ আসলে অবশ্যই তা মানবো। তবে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান রদবদল নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। এব্যাপারে এখনই কিছু বলতে পারছি না।'

দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডের জের!

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলার জল ও স্থল-এলাকায় নাকা চেকিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সোমবারই বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলো মডিউল হিসেবে কাজ করে ভারতকে নিশানা করছে, সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। তারপরেই দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পরপরই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা

বসিরহাট ও বনগাঁয় শুরু হয়ে যায় নাকা চেকিং।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর হাকিমপুর সীমান্ত থেকে হেমনগর শামসের নগর সন্দেশখালি জল সীমান্তে মোট ৯৪ কিলোমিটার সীমানা এরিয়া রয়েছে, যার মধ্যে ৪৪ কিলোমিটার স্থলপথ আর ৫০ কিলোমিটার জলপথ। এছাড়াও রয়েছে বনগাঁর সীমান্ত। ইতিমধ্যে সীমান্তের নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ ও জেলা পুলিশ। একদিকে জলপথে নাইট ভিশন ক্যামেরা নিয়ে পেট্রোলিং শুরু করেছে। অন্যদিকে যেসব জায়গায় কাঁটাতার নেই, সেই সব জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর। অপরিচিত লোক দেখলেই তাঁদের উপযুক্ত নথিপত্র দেখছে পাশাপাশি সীমান্তে যেসব গ্রাম আছে সেগুলোর উপরে বাড়তি নজরদারি শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনা হাকিমপুর সীমান্ত ঘোড়াডাঙা সীমান্ত শামসের নগর-সহ একাধিক যেসব সীমান্ত রয়েছে সেগুলোকে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ধরে নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। বাংলাদেশের থেকে যেসব পণ্যবাহী ট্রাক আসছে সেইগুলোকেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে যেমন গাড়ি চেকিং করা হচ্ছে, তেমনই বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে ঘোড়াডাঙা ব্রিজ, মেরুদণ্ডী ব্রিজ, ইছামতি ব্রিজ, কাটাখালি, বনবিবি সেতু, হাড়োয়া ব্রিজে। পুলিশ চেকিংয়ের পাশাপাশি চলছে বিএসএফ-এর বাড়তি নজরদারি। এক কথায় দিল্লি বিস্ফোরণের পর রাতের পাশাপাশি দিনেও নাকা চেকিং এবং নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশ। এছাড়াও জেলা সদর বারাসাত, ব্যারাকপুর এলাকাতে গাড়ি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রেল পুলিশের পক্ষ থেকে ট্রেনগুলিতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অংশ-১ অধীনে নথিভুক্তিকরণ বিষয়ক নোটিশের বিজ্ঞাপন

সাধারণ নোটিশ :
এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত অংশীদারি সংস্থার অংশীদারগণ ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১, অংশ ১ অধীনে উক্ত সংস্থা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য কোম্পানি রেজিস্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ এর নিকট আবেদন করেছেন।
সংস্থার বিস্তারিত :
১. অংশীদারি সংস্থার নাম: মেসার্স এস এস এস কনস্ট্রাকশন কোং।
২. রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : ১৩৮, পূর্বপল্লি, পো : হালতু, থানা : কসবা, কলকাতা -৭০০০৭৮
৩. কোম্পানির প্রস্তাবিত নাম : মেসার্স বসুনন্দী (এসএসএস) কনস্ট্রাকশন কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৪. অংশীদারগণ/প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণের নাম : শ্রী শুভাশিস নন্দী এবং সুরজিৎ বসু। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, (কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং ৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা -৭০০১৩৫) এর নিকট নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে স্বার্থের বৈধ নথি এবং প্রামাণ্য নথি সহ জানাতে পারেন।

অংশীদারগণের আদেশক্রমে
মেসার্স এস এস এস কনস্ট্রাকশন কোং
(স্বাক্ষর)
অংশীদার/অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
স্থান : কলকাতা
তারিখ :

MANAKSIA
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬
ইমেল : info.steels@manaksiasteels.com; ওয়েবসাইট : www.manaksiasteels.com

নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহের হস্তান্তর আবশ্যকতার
পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন বাস্তব শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় চালু করার জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ সুবিধা ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য চালু থাকবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, সমস্ত পুনরায় চালু করা সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে জারি করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের ট্রান্সফার অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন। পুনরায় চালু করার জন্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

কোম্পানি	আরটিএ
শ্রী অজয় শর্মা কোম্পানি সেক্রেটারি মানকসিয়া স্টিলস লিঃ টার্নার মরিশন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫/৫৬ ইমেল : info.steels@manaksiasteels.com	মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি (ইউনিট- মানকসিয়া স্টিলস লিঃ) ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ ফোন : ০৩৩-২২৪৩-৫০২৯ ইমেল : mdpldc@yahoo.com

মানকসিয়া স্টিলস লি. এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান - কলকাতা
তারিখ- ১১.১১.২০২৫

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলের জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১. মডেল নং **T3118FBGD**
ভেহিকেল নং : **WB33C9355**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৬
সংরক্ষিত মূল্য - ৫৭৫০০০

২. মডেল নং **BB4828TIP**
ভেহিকেল নং : **OD09V4623**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য - ৩৭৪৪০০০

৩. মডেল নং **BOLERO_MAX**
ভেহিকেল নং : **WB17N4056**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য - ৫৬৪৪৬৬.৫

৪. মডেল নং **SIGN5530FB**
ভেহিকেল নং : **WB65E3548**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৩৫১০০০০

৫. মডেল নং **TATA_3518**
ভেহিকেল নং : **BR03GA9460**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য - ৮৮৪৯৮৫.৯৮

৬. মডেল নং **MAXPICKUP**
ভেহিকেল নং : **Wb136992**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৬৪১৫৫০

৭. মডেল নং **AL4825CH**
ভেহিকেল নং : **WB33F2688**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য - ২৬০৩২৫০

৮. মডেল নং **ALBADADOST**
ভেহিকেল নং : **WB19L9563**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৬৬৬২৫০

৯. মডেল নং **PRO_8035XM**
ভেহিকেল নং : **JH04AC4110**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৫৩৩০০০০

১০. মডেল নং **PRO_8035XM**
ভেহিকেল নং : **JH04AC6491**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৫৩৩০০০০

১১. মডেল নং **TATINTV30**
ভেহিকেল নং : **WB01BB4251**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৫৫৭৫৮৪.৯৫

১২. মডেল নং **BLAZO25G**
ভেহিকেল নং : **MZ05A3941**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৭
সংরক্ষিত মূল্য - ৪৬২৯২৩.৯৫

১৩. মডেল নং **BLAZO25G**
ভেহিকেল নং : **MZ05A3943**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৭
সংরক্ষিত মূল্য - ৪৬২৯২৩.৯৫

১৪. মডেল নং **BLAZO25G**
ভেহিকেল নং : **MZ05A4116**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৮
সংরক্ষিত মূল্য - ৫০৩১৭৮.২১

১৫. মডেল নং **ALGP4825**
ভেহিকেল নং : **WB29C3312**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য - ২৫১৫৫০০

১৬. মডেল নং **AL_3118**
ভেহিকেল নং : **WB57C2131**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৪২০৯৮৩.১৯

১৭. মডেল নং **1095_GOODS**
ভেহিকেল নং : **WB51C0815**
নির্মাণ বর্ষ : ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য - ৪৭৩৭৮৭.৩৯

১৮. মডেল নং **MAXPICKUP**
ভেহিকেল নং : **WB11F9429**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৬৫৭৮০০

১৯. মডেল নং **LPT_4825**
ভেহিকেল নং : **WB51C4958**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২২
সংরক্ষিত মূল্য - ২১৩৭২৭৭.২৬

২০. মডেল নং **TATINTV30**
ভেহিকেল নং : **WB136949**
নির্মাণ বর্ষ : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৫৭১৯০৫.৭৫

দায়বদ্ধ :
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি, বিক্রয় অধীন "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"।
আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি, ২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
গৌরব সিং : ৯০৭৩৯৬৬৫০০

ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ ভাই ও বোনের অবশেষে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাতের অন্ধকারে বাড়িতে আগুন। ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ ২ জন। গোঘাটের মান্দারন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর এলাকার ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ দু'জনই মারা গেলেন। সোমবার তাঁদের মৃত্যু হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এরা সম্পর্কে ভাই ও বোন। যদিও পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সন্টু রিত। মৃতা মহিলার নাম লক্ষ্মী রিত ও যুবকের নাম দেবদাস পণ্ডিত। অভিযুক্ত সন্টু, লক্ষ্মী রিতের স্বামী। জানা গেছে, গোঘাটের ভগবান পুরের বাসিন্দা সুকুমার পণ্ডিতের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে সন্টুর বিয়ে হয়। আর তারপর থেকেই স্বামীর সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। বার বার অশান্তি হলেও, সুকুমার লক্ষ্মীকে স্বামীর ঘর করতে মীমাংসা করে আসেন। কিন্তু কয়েক দিন আগে লক্ষ্মী ফের স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে আসেন। আর গত ৪ নভেম্বর ভোর রাতে লক্ষ্মীর স্বামী সন্টু সোজা চলে আসে ভগবানপুরে। তখনই পেট্রল জ্বেলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। লক্ষ্মী ও তাঁর ভাই অগ্নিদগ্ধ হন। বাবা সুকুমার পন্ডিত বলেন, 'যখন আগুন জ্বলছে তখন আমি কি করব বুঝতেই পারিনি। একজন কে দেখেছি দরজা খুলে পালাচ্ছিল। ঘর জ্বলছে। তখন মেয়ে আর ছেলে ভিতরে। আগে তাদের বের করব নাকি জামাইয়ের পিছনে ছুটব? পুলিশ প্রচুর হেল্প করেছে। আমার দুই ছেলে মেয়েই শেষ হয়ে গেল।' কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারে লোকজন।

গুড়াপে তৃণমূল কর্মী খুনে ৮ জন সিপিএম কর্মীকে সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির গুড়াপে খুন হয়েছিলেন এক তৃণমূল কর্মী। সেই ঘটনায় ৮ জন সিপিএম কর্মীকে সাজা দিল কোর্ট। কেটেছে প্রায় ১৫ বছর। দোষীদের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল চুঁচুড়া আদালত। সাজাপ্রাপ্ত সিপিআইএম কর্মীরা হল তৎকালীন গুড়বাড়ি-১পঞ্চায়েত প্রধান লালু হাঁসদা, রবি বাস্কে, লক্ষ্মীরাম বাস্কে, সিদ্ধেশ্বর মালিক, সনাতন মালিক, গণেশ মালিক, লক্ষ্মীনারায়ণ সোরেন, নাড়ু টুডু। এই ঘটনায় অমর রুইদাস ও নেপাল মালিক নামে আরও দু'জন বাম কর্মী ছিলেন। তবে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন মারা যান তাঁরা।

সালটা ২০১০ এর ১৮ মার্চ। হুগলির গুড়াপে খুন হন তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রম। সেই ঘটনায় চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা অভিযুক্ত ৮ সিপিআইএম কর্মীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনান। এই মামলার সরকারী আইনজীবী চণ্ডিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা দোষীদের সর্বোচ্চ সাজার আবেদন জানিয়েছিলাম। আদালত তাদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে। ১০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করেছেন। অনাদায়ে এক বছর জেলের সাজা শুনিয়েছেন। নৃশংসভাবে ক্ষুদিরামকে

খুন করা হয়েছিল।' হুগলি জেলা আদালতের মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'প্রায় ১৫ বছর সময় লেগে গেল এই মামলার রায়দান হতে।' ক্ষুদিরামের স্ত্রী মালতি হেমব্রম বলেন, 'ফাঁসি হলে ভাল হত। আমার স্বামী চিরজীবনের মত চলে গেল। ছেলেমেয়েরা ছোট ছিল। তাঁদের অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছি।'

এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী অমর নাথ প্রসাদ,** পিতা প্রয়াত কালী চরণ প্রসাদ এবং **শ্রীমতি অঞ্জিতা প্রসাদ,** স্বামী শ্রী অমর নাথ প্রসাদ, নিবাস ১৮, এইচ/টি রেলওয়ে কলোনি, বামনগাছি (সালকিয়া),থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া-৭১১১০৬, কে হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল উল্লেখ্য অ্যাকাউন্ট নং ৩১০৯৬৩৮৪৬২০ এবং শ্রী অমর নাথ প্রসাদ এবং শ্রীমতি অনিতা প্রসাদ -স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া, ৯, জি টি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া -৭১১১০১, শাখায় মূল দলিল নং ১-০০৩৮১/২০০৬ তারিখ ১৯.০১.২০০৬, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২১৬, -২০০৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর হাওড়া -সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাপ আনুমানিক **১ কাঠা ১০ ছটাক** শালি জমি, মৌজা : এবং থানা : লিলুয়া, দাগ নং ২৪৩১, খতিয়ান নং ৯০৯, জেএল নং ১২, বালি পুরসভা অধীন, পঞ্চাননতলা, ওয়ার্ড নং ২১, জেলা : হাওড়া -দাখিল করেছিলেন। উক্ত দলিল স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জি ডি ই নং ৮১৭** তারিখ **১০.১১.২০২৫** হাওড়া থানায় দাখিল করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং /বা স্বার্থ থাকলে সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া
হাওড়া -৭১১১০১

মানাকসিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L74950WB1984PLC038336
রেজি অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫
ইমেল : investor.relations@manaksia.com ওয়েবসাইট : www.manaksia.com

নথিতথ্যের আকারে শেয়ারসমূহের হস্তান্তর আবশ্যকতার
পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন বাস্তব শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় চালু করার জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ সুবিধা ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য চালু থাকবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়ের মধ্যে, সমস্ত পুনরায় চালু করা সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে জারি করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের ট্রান্সফার অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন। পুনরায় চালু করার জন্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

কোম্পানি	আরটিএ
শ্রী দেবদীপ চৌধুরী কোম্পানি সেক্রেটারি মানকসিয়া লিঃ টার্নার মরিশন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ৩য় তল, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন ০৩৩ ২২৩১-০০৫৫ ইমেল : investor.relations@manaksia.com	মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা লি (ইউনিট- মানকসিয়া লিঃ) ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা -৭০০০০১ ফোন : ০৩৩-২২৪৩-৫০২৯ ইমেল : mdpldc@yahoo.com

মানকসিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
দেবদীপ চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান - কলকাতা
তারিখ- ১১.১১.২০২৫

hindware
home innovation limited
Scan the QR code to access the financial results

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2025

Based on the recommendations of the audit committee, the board of directors of Hindware Home Innovation Limited at it's meeting held on Tuesday, 11 November 2025, had inter-alia considered and approved the Unaudited financial results (consolidated and standalone) of the Company for the quarter and half year ended 30 September 2025 ("Financial Results").

In compliance with Regulations 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the aforesaid Financial Results are now being made available through Quick Response Code ("QR Code") and the same are also published on the website of the Company at www.hindwarehomes.com and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Place: Kolkata
Date: 11 November 2025

Girdhari Lal Sultania
Non-Executive Non- Independent Director
DIN: 00060931

Hindware Home Innovation Limited
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 | Tel: 033-22487407/5668
Website: www.hindwarehomes.com | www.hindware.com | Email: investors@hindwarehomes.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচের অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, **ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের** নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাররা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য **আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডকে** উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ চার্জ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং ২. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রীমতি তনুশ্রী কুন্ডু** (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি অশ্রুকণা দে** (সহ ঋণগ্রহীতা) **অ্যাকাউন্ট নং** ১১৭১৬৭৫১০০০০৮৭৭৮ এবং ১১৭১৬৭৫১০০০০৮৭৮৫	১. ২৬.০৮.২০২৫ ২. ০৭.১১.২০২৫ ৩. **১৭,২৯,৮৯২.৩৬ টাকা** (সতের লাখ উনত্রিশ হাজার আটশ বিরানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) **১০.০৫.২০২৫** অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **১০.০৫.২০২৫** থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫এ, ষষ্ঠতলে পরিমাপ ৬০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া জি-৫ তলা ভবনে নাম গ্যালাক্সি টুইনস, অবস্থিত প্লট বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩৫ বর্গফুট মৌজা : গোপালপুর, জেএল নং ২, আরএস নং ১৪০ তৌজি নং ১২৫বি/১, দাগ নং ৫৪৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৬৮৭, আরএস খতিয়ান নং ১৯৭৪/১, ৫৬৮৫, ৫৬৮৬, ৫৬৮৭, ৫৬৮৩, সংশ্লিষ্ট রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন বর্তমানে বিধাননগর পৌর নিগম ওয়ার্ড নং ৫ বর্তমানে ২, নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড, থানা নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি দাগ নং ৩৬৮৭; **দক্ষিণে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** জমি দাগ নং ৩৬৮৭, **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া পিডব্লুডি রোড/ নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড।

তারিখ : ১২.১১.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

বৈঙ্ক ऑफ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জওহরলাল নেহরু রোড শাখা
৩৫/১, জে. এন. রোড, কৈলাশ অ্যাপার্টমেন্ট
কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল : JNRoad.Kolkata@bankofindia.co.in

দখল নোটিশ
দায়বদ্ধতা ব্যতীত

তারিখ : ০৬.১১.২০২৫

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **৩০-০৮-২০২৩ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছেন যা পোস্ট অফিসের দেওয়া বর্ণনা অনুসারে গ্রাহকরা প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ফিরে এসেছে এবং পরবর্তীতে ০৬-১০-২০২৩ এবং ০৬-১০-২০২৩ তারিখে দুটি সংবাদপত্র একদিন এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, ঋণগ্রহীতা শ্রী শতদ্রু সেনগুপ্ত এবং শ্রী অসীম সেনগুপ্তকে** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে **৫,৯৪,০৮৪.০২ টাকা + ২,২৬,৫১৪ টাকা (ইউসিআই) = ৮,২০,৫৯৮.০২ টাকা (আট লাখ কুড়ি হাজার পাঁচশ আটানব্বই টাকা এবং দুই পয়সা)।**
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৬ নভেম্বর ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৫,৯৪,০৮৪.০২ টাকা + ২,২৬,৫১৪ টাকা (ইউসিআই) = ৮,২০,৫৯৮.০২ টাকা (আট লাখ কুড়ি হাজার পাঁচশ আটানব্বই টাকা এবং দুই পয়সা) এবং ৩১.০৩.২০২৩ থেকে মাস অন্তর ১১.৫০ শতাংশ বার্ষিক হারে পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতল, হোল্ডিং নং বি-১-৬৫/নিউ, বি বি ট্রাঙ্ক রোড, মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪১ (মৌজা -পুতখালি, জেএল নং ৫০, আরএস নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, থানা : মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ৩১, মহেশতলা পুরসভা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পাঁচু সামন্ত এর জমি; **দক্ষিণে :** বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** সুনীল কুমার ঘোষের ভবন।
তারিখ : ০৬.১১.২০২৫ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

দত্ত অ্যাগ্রো মিলস প্রাইভেট লিমিটেড -এর
জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	দত্ত অ্যাগ্রো মিলস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U15142WB1995PTC073558 PAN : AABCD9050B
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	গ্রাম - ধুনুই পো - পাহারহাটি, থানা - মেমারি জেলা - বর্ধমান, ধুনুই, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১৬৮
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	গ্রাম - ধুনুই পো - পাহারহাটি, থানা - মেমারি জেলা - বর্ধমান, ধুনুই, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১৬৮
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রাপ্ত নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	প্রাপ্ত নয়
৮.	আরও বিস্তারিত শেষ প্রাপ্ত বিগত দুই বছরের আর্থিক প্রতিবেদন (তপশিল সহ), ইউআরএল তে প্রাপ্ত বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ :	ব্যালেন্স সিট, পি এবং এল এবং ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষের উপলব্ধ তপশিল অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট সকল নথি duttaagromills@aaainsolvency.comতে ইমেল পাঠিয়ে এবং বিনিয়োগকারীগণের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/9831 থেকে।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	duttaagromills@aaainsolvency.com ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৭.১১.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৬.১২.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১১.১২.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০.১২.২০২৫*
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট	২৫.১২.২০২৫*
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪.০১.২০২৬*
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	duttaagromills@aaainsolvency.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	প্রাপ্ত নয়

দ্রষ্টব্য :
১. প্রাপ্ত সমস্ত EOI RP এবং CoC দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে এবং তারপরে প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আরও তথ্য/নথিপত্র সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে। RP/COC যেকোনো সময় EOI-এর মানদণ্ড পরিবর্তন করার অধিকার রাখবে।
২. RP/COC কোনও কারণ উল্লেখ না করে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়া/আবেদন বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. *PRAS-এর চূড়ান্ত তালিকা জারি করার তারিখ, অন্যান্য সম্পর্কিত নথিপত্র সহ IM জারি করা এবং রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার তারিখ CIRP-এর এই বিষয়ে সমাপ্তির শেষ তারিখের পরে। RP মাননীয় NCLT-এর কাছে উপযুক্ত আবেদন দাখিল করবে এবং তাই, এই ধরনের ঘটনাগুলি বিচারক কর্তৃপক্ষের CIRP মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন সাপেক্ষে।

(পঙ্কজ কুমার টিবরেওয়াল)
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P01577/2018-19/12410
প্রস্তাব পেশাদারের নথিভুক্ত ঠিকানা - চিত্রা ৩ই, ডিউক রেসিডেন্সি, ১৩ চণ্ডীতলা লেন, ছালিয়া মোড়ের নিকট, টালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪০
দত্ত অ্যাগ্রো মিলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
তারিখ : ১২.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার ২ এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেইল sbi.16822@sbi.co.in
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা / শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	মোট বকেয়া (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
	শ্রী শৌভিক বেজ পিতা ধনঞ্জয় বেজ শ্রীমতি নীনা বেজ স্বামী শ্রী শৌভিক বেজ **উভয়ের ঠিকানা :** ৫৬৪,রবীন্দ্র সরণি, কুমারটুলি, বাগবাজার, কলকাতা -৭০০০০৩, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং বি, একতলায়, ১৩৪ সুভাষ নগর বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৬, কলকাতা- ৭০০০৬৫। **শ্রী শৌভিক বেজ** পিতা ধনঞ্জয় বেজ **ঠিকানা :** আরশী অ্যাপা., ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তলে,(আশিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রা লি) সিএনএফ মোকিতা হেলথ কেয়ার, ৯১বি, ইলিয়ট রোড, কলকাতা- ৭০০০১৬। **হোম লোন :** এ/সি নং ৪০৬০৯৪৮৮৭৯৩, **সুরক্ষা লোন** এ/সি নং ৪০৭৩৯৪৯৭৯৭৯। **শাখার নাম : নিউটাউন টার্মিনাস বিল্ডিং (১৪৫২৮)।**	**অংশ -১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : নেই। **অংশ-২ :** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং বি একতলায়, উত্তর পূর্ব পশ্চিম দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯১৩ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট , ১ ব্যালকনি, হোল্ডিং নং ১৩৪ সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৬, দক্ষিণ দম দম পুরসভা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত জমির মোট পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি চলার পথ সহ জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : দিগলা, থানা : দম দম, দাগ নং ৭০৪/১১২০, এবং ৭০৪, খতিয়ান নং ৩৭, ৩৮, ৪০৫, এবং ৪০৬, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১,তৌজি নং ১৭৩, হোল্ডিং নং ১৩৪ সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা-৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৬ দক্ষিণ দম দম পুরসভা, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্টারি অফিস কাশীপুর দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২২, পৃষ্ঠা ১২০৪৩৫ থেকে ১২০৪৬৯, **দলিল নং ১৫০৬০১৭২৭ -২০২২ সালের। সম্পত্তি শ্রী শৌভিক বেজ,** পিতা ধনঞ্জয় বেজ এবং শ্রীমতি নীনা বেজ, স্বামী শ্রী শৌভিক বেজ এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : ২১ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; পূর্বে : জি-৪ অ্যাপার্টমেন্ট; পশ্চিমে : কমলা পদ ভট্টাচার্য এর ভবন।	০৬.১১.২০২৫	০৩.১১.২০২৫	**২৪,৭০,১১৫.০০ টাকা** (চব্বিশ লাখ সত্তর হাজার একশ পনের টাকা) **০৬.১১.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
দ্রষ্টব্য : ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ১২.১১.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসআইআর বিতর্কে শুভেন্দুর পালটা তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ‘বদলা হবে, বদলও হবে’ বর্ধমানে এসে হুঙ্কার দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তারপরেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল সভা হয় মঙ্গলবার।

যে মঞ্চে গত একদিন আগে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর সম্পর্কে মিথ্যাচার।’ তারই পালটা উত্তর দিল তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত এদিন শহর বর্ধমানের বড় নীলপুর মোড় থেকে মিছিল শুরু হয় এবং কার্জন গেট চত্বরে শেষ করে সেখানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মঞ্চে শুভেন্দু বাবু মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথমেই স্লোগান দেন, ‘বদলও হবে বদলাও হবে’। এর পাশাপাশি এসআইআর বিষয়ে রাজ্য সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, এরাজ্যে বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মাইনামার থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়েছেন, তারই জবাব মঙ্গলবার মঞ্চ থেকে দেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। তিনি আরও বলেন, ‘এসআইআর নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে, যদি কোনও একজন মানুষের নাম বাদ যায়। তবে ছেড়ে কথা বলবে না তৃণমূল কংগ্রেস।’ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার-সহ অন্যান্য বিধায়ক ও তৃণমূলের নেতৃত্ব ও একাধিক ব্লক সভাপতিরা। সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। দিল্লির বিস্ফোরণ-কাণ্ডে কেন্দ্রের গাফিলতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সীমান্তে যেমন নজরদারি ব্যর্থ, তেমনই দেশের রাজধানীতেও ঘটল ভয়াবহ বিস্ফোরণ। আজ মানুষ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আমি জানতে চাই, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ কোথায় আপনার গোয়েন্দা রিপোর্ট?’

মন্ত্রী আরও বলেন ‘দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বিজেপি সরকার। দেশের গৃহমন্ত্রী হিসেবে অমিত শাহের আর পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। তিনি দেশের নিরাপত্তা নয়, ব্যস্ত বিহার নির্বাচনে আর বাংলায় ভোটার বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ভুটানে সফরে ব্যস্ত। এই হল ভারতের দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসকরা। আমরা গৃহমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি।’

কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রী খুনে ৩০০ পাতার চার্জশিট পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: অবশেষে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রী খুনে ৩০০ পাতার চার্জশিট জমা পরল ৭৮ দিনের মাথায়। এদিন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকওয়ানা মিত কুমার। গত ২৫শে অগস্ট কৃষ্ণনগর মানিকপাড়ায় বাড়ির ভেতর ঢুকে দোতালায় উঠে ঈশিতা মল্লিক নামে কলেজ ছাত্রীকে গুলি করে খুন করেছিল ছাত্রীর বন্ধু দেশরাজ সিং। ঘটনার পরেই প্রথমে দেশরাজের মামা কুলদীপ সিংকে গ্রেপ্তার করেছিল কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এরপর দেশরাজ সিং-কে গ্রেপ্তার করার পর তার বাবা রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং-কে গ্রেপ্তার করে। এতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ বিভিন্নভাবে তদন্ত করে শেষে ৩০০ পাতার চার্জশিট জমা করে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে। চার্জশিটে মামা কুলদীপ সিং-এর বিরুদ্ধে ১০৩, ২৫৩, ৩৩৮, ৩৩৬, ৬১ বিএনএস এবং দেশরাজ সিং যে ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে ১০৩, ১০৯, ৬১ বিএনএস ছাড়া ও ২৫, ২৭ অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বাবা রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং যিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত তার বিরুদ্ধেও ১০৩, ২৫৩, ৬১ বিএনএস আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে জানান কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। পুলিশের আরও দাবি, এত অল্প সময়ে সমস্ত প্রমাণ জোগাড় করা ছাড়াও তদন্তে গতি এনে চার্জশিট জমা দিতে সক্ষম হয়েছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1967, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-60/25-26/SL=1 to 2,** Last Date of Bid Submission **01/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1968, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/ APAS/NIT-61/25-26/SL=1 to 8,** Last Date of Bid Submission **01/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1969, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-62/25-26/SL=1 to 6,** Last Date of Bid Submission **01/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1970, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-63/25-26/SL=1 to 2,** Last Date of Bid Submission **01/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1971, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-64/25-26/SL=1 to 2,** Last Date of Bid Submission **01/12/2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1972, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-65/25-26/SL=1 to 6,** Last Date of Bid Submission **02-12-2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1973, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-66/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **02-12-2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1974, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-67/25-26/SL=1,** Last Date of Bid Submission **02-12-2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1975, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-67/25-26/SL=1 to 4,** Last Date of Bid Submission **02-12-2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency /Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 1976, Dt. 31/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender Referance No: WBMAD/ULB/KPM/APAS/NIT-67/25-26/SL=1 to 2,** Last Date of Bid Submission **03-12-2025 at 11:00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

BKM INDUSTRIES LIMITED

(CIN : L27100WB2011PLC161235)

Phone No. : (033)-22132372/73 , Fax : (33)-22132903 e-mail: cs.bkm@rediffmail.com , Website: www.bkmindustries.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE/ CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2025

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE Quarter Year Ended 30.09.2025 Unaudited	STANDALONE Year to date as on 30.09.2025 Unaudited	STANDALONE Corresponding 3 months ended in the previous year 30.09.2024 Unaudited	CONSOLIDATED Quarter Year Ended 30.09.2025 Unaudited	CONSOLIDATED Year to date as on 30.09.2025 Unaudited	CONSOLIDATED Corresponding 3 months ended in the previous year 30.09.2024 Unaudited
1	Total Income from Operations	-	-	4.41	-	-	4.41
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	-77.53	-157.87	-503.37	-77.53	-157.87	-503.37
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	-77.53	-157.87	-503.37	-77.53	-157.87	-503.37
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items#)	-77.53	-157.87	-503.37	-77.53	-157.87	-503.37
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	-77.53	-157.87	-503.37	-77.53	-157.87	-503.37
6	Equity Share Capital	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35	12.35
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) **-						
	Basic	-6.28	-12.78	-40.76	-6.28	-12.78	-40.76
	Diluted	-6.28	-12.78	-40.76	-6.28	-12.78	-40.76

NOTES :
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and unaudited Financial Results is available on the website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) CSE(www.cse-india.com) and on the Company's website (www.bkmindustries.co.in).
2 The Company has prepared the Consolidated Financial Statement on annual basis and the Consolidated financial figures include subsidary/ assocaites/ joint venture of the Company viz
a. Euroasian Ventures FZE
3 The Statutory Auditors have provided un-modified report on Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidate) for quarter & half year ended on 30.09.2025.
4 The Company does not have Exceptional and Extraordinary items.

For and on behalf of the Board

Place : Kolkata
Dated : 11.11.2025

AMIT SINGH
Whole-time director
(DIN- 11003471)

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

BCL

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭/১ আনন্দিলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com
ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-১,৯৪০.১১	-১,৮৯৬.২৬	-১,৬৬৫.২৯	-৩,৮৩৬.৩৭	-৩,২৭৮.৩৬	-৬,৬৬০.৭২
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৯৪০.১১	-১,৮৯৬.২৬	-১,৬৬৫.২৯	-৩,৮৩৬.৩৭	-৩,২৭৮.৩৬	-৬,৬৬০.৭২
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৯৩৯.৮৮	-১,৮৯৬.০৪	-১,৬৬৫.২৯	-৩,৮৩৫.৯২	-৩,২৭৩.৯৫	-৪,২৪৫.৭০
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	-১,৯৩৯.৮৮	-১,৮৯৬.০৪	-১,৬৬৫.২৯	-৩,৮৩৫.৯২	-৩,২৭৩.৯৫	-৪,২৪২.৯২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা মূল্যের)	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯	৮,৬১২.৪৪	১,৭২২.৪৯	৮,৬১২.৪৪	১,৭২২.৪৯
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-	-	-৫১,৬২৫.৫১
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) (টাকায়)						
মৌলিক :	-১১.২৬	-১১.০১	-১.৯৩	-২২.২৭	-৩.৮০	-২৪.৬৩
মিশ্রিত :	-১১.২৬	-১১.০১	-১.৯৩	-২২.২৭	-৩.৮০	-২৪.৬৩

দ্রষ্টব্য
১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৫

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ থেকে তারিখ ০১.০৪.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
		টাকা ‘০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৮৭,৬৩২.৭০১	২,৪৮,১১৫.৫৬৭	৩,৫৪,৫৯৫.১৪৯
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	৯৭৮.১৮২	-২,৭৯৪.২০৩	৬৭,৭৩৮.২২০
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	৯৭৮.০১২	-২,৭৯৫.৪৫৪	৪৬,৯৪৮.১৮৮
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	-২,৩৪,৩২৯.৯৫১	-১,৯৬,৯৯০.৬৬৩	৩,০৮,৬৮৪.৬৩৩
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি			
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	২৯,৪০,৫১৭.৫২১	২৯,৪০,৫১৭.৫২১	৩১,৩৭,৪৯০.৩৮৫
৭.	নিট মূল্য	২৯,৯১,১৯২.৫২১	২৯,৯১,১৯২.৫২১	৩১,৮৮,১০২.৩৮৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	০.২০	-০.৫৫	৯.২৮

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অঙ্কিত মহেনসারিয়া
ডিরেক্টর এবং সিএফও
DIN : 07334059

তারিখ : ১১/১১/২০২৫
স্থান : কলকাতা

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com, CIN : L51909WB1995PLC071730

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ছয় মাস সমাপ্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৭২৩.৫৫	১,৭৯৯.৭০	৩,৬০৮.২১	৩,৫২৩.২৪	৬,০৬০.৭১	৭,৩২০.৮৬	৪,৩৩০.১৫	২,৭২৫.২৭	৪,১৪৮.৪৭	৬,০৫৫.৪২	৬,৯৮৪.৯৫	১১,৩৩৫.৯৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৪৪৭.০৩	৮০০.৬১	৩,১৪৪.১৩	১,২৪৭.৬৩	৫,১৬৫.২০	৪,২৬৫.৮২	৫৬৩.৩৩	১,৭৮২.৩৩	৩,৯২০.৪৬	২,৩৪৫.৬৫	৭,৬৭৯.৮৯	৭,৭৪৮.৫৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৪৪৭.০৩	৮০০.৬১	৩,১৪৪.১৩	১,২৪৭.৬৩	৫,১৬৫.২০	৪,২৬৫.৮২	৫৬৩.৩৩	১,৭৮২.৩৩	৩,৯২০.৪৬	২,৩৪৫.৬৫	৭,৬৭৯.৮৯	৭,৭৪৮.৫৪
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৩০.২৭	৮৬২.৮০	২,৮২৭.৭১	৯৯৩.০৬	৪,৫১৮.২৪	৩,৫৫১.৯৫	(২.৯৬)	১,৬২১.৯০	৩,০৮২.২৮	১,৬১৮.৯৩	৬,৪২৬.০৭	৫,৯১০.৯৭
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১,৪৯৭.৩৪)	৮,৫৭৯.৭১	৬,৪০৭.০১	৭,০৮২.৩৭	১৩,৬৬৬.১৮	১১,৯২৬.৪৫	(২,৬২৮.৭৬)	১২,৪৯০.৩৭	১০,২১৮.৮৭	৯,৮৬১.৬০	১৩,৮০০.৭৭	৩২,১৮৬.৮১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য)												
	মৌলিক	০.৪৮	৩.১৬	১০.৩৬	৩.৬৪	১৬.৫৬	১৩.০২	(০.০১)	৬.০১	১১.৪২	৬.০০	২৩.৮২	২১.৯১
	মিশ্রিত	০.৪৮	৩.১৬	১০.৩৬	৩.৬৪	১৬.৫৬	১৩.০২	(০.০১)	৬.০১	১১.৪২	৬.০০	২৩.৮২	২১.৯১

দ্রষ্টব্য -
১. উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা সমীক্ষিত এবং ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের সভায় কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের (‘দি কোম্পানি’) পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিভুক্ত। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উপরোক্ত ফলাফলের উপর সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ (‘ইন্ড এএস’) অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (‘দ্য অ্যাক্ট’)-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত মতো।
৩. উপরের ফর্ম্যাট ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** -এ পাওয়া যাবে। এইটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com** -তেও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৫

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,০৫৭.০৩	১,৬৬৬.৫৮	১,৬৫৪.৩৪	২,৭২৩.৬১	২,৮১৫.৫১	৫,০৫৭.১০
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৫০৯.৩৩)	৭৮০.০১	৪৬৯.৩৬	২৭০.৬৮	৭১৭.৩১	৪৯.৫৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৫০৯.৩৩)	৭৮০.০১	৪৬৯.৩৬	২৭০.৬৮	৭১৭.৩১	৪৯.৫৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৫১১.৭৪)	৭৮৪.৯১	৪৬৩.৬৪	২৭৩.১৭	৭২৩.৬৫	২৪.১১
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৬৩৮.৯৯)	১,২৯২.৩৭	৪৯৮.৯৩	৬৫৩.৩৮	৭৭২.৩৪	২,১০৬.২৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)	-	-	-	-	-	২০,৮৮৭.৫৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (বার্ষিকীকৃত নয়)(১০/- টাকা প্রতিটি)						
	- মৌলিক	(১৬.৫৩)	২৫.৩৫	১৪.৯৮	৮.৮২	২৩.৩৭	০.৭৮
	- মিশ্রিত	(১৬.৫৩)	২৫.৩৫	১৪.৯৮	৮.৮২	২৩.৩৭	০.৭৮

দ্রষ্টব্য :-
১. উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে পরিচালন পর্ষদের সভায় পর্যালোচিত এবং ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের সভায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংস্থার বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা এর সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২. এই স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এর সাথে সংশোধিত হয়েছে।
৩. সংস্থাটি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ হিসাবে তার ব্যবসায়কে তিনটি বিভাগে সংগঠিত করেছে যা ‘‘সেগমেন্ট রিপোর্টিং’’ নীতির ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস -১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৪. কোম্পানি প্ল্যাসিড লিমিটেড (একটি গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানি)-এর ৯৩,৫৯০টি ইকুইটি শেয়ার ধরে রেখেছে, যা ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী মোট শেয়ারের ১৭.৪৩%। উপরে উল্লিখিত গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানিটি একটি বিন্যাস পরিকল্পনার অংশ, যা বর্তমানে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা-এর বিবেচনাধীন রয়েছে।
৫. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৬. উপরোক্ত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা **www.nseindia.com** -তে পাওয়া যাবে। একই ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তেও উপলব্ধ হবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.১১.২০২৪

দিল্লিতে হামলার পরদিনই কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: সোমবার রাজধানীর বুকে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে। অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যু। জঙ্গি হামলা হিসেবে ঘোষণা না করা হলেও তদন্তের গতিপথ সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। ঠিক তার পর দিন এক জামিন মামলায় সুপ্রিম স্পষ্ট বার্তা দিল, জঙ্গি কার্যকলাপে অভিযুক্তদের আর সহজে জামিন দেওয়া হবে না। ন্যূনতম প্রমাণ থাকলেই আজীবন থাকতে হবে জেলে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এক জঙ্গিবাদে অভিযুক্তের জামিন মামলার শুনানি ছিল। মঙ্গলবার সকালে সেই মামলার শুনানিতে খানিক আপত্তি জানিয়েছিলেন অভিযুক্তের আইনজীবী। তিনি বলেন, 'আজকের সকালটা বোধ হয় এই মামলার জন্য ঠিক নয়। বিশেষ করে গতকাল যা দিল্লিতে ঘটে গিয়েছে।' অভিযুক্তের আইনজীবীর ওই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতা জবাব দেন, 'একটা স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার এটাই সেরা সময়।' শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যে অভিযুক্তের কথা বলা হচ্ছে সেই অভিযুক্ত বিস্ফোরক-সহ গ্রেপ্তার হয়েছে। এমনকী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত সেই গ্রুপের যার ডিপি ইসলামিক স্টেটের পতাকার মতো। অভিযুক্তের আইনজীবীর দাবি ছিল, তার কাছে যা পাওয়া গিয়েছে, সেটা আসলে ইসলামিক সাহিত্য। কিন্তু সেই যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, 'ওই অভিযুক্তের কাছে যা যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে ওর আরও অনেকদিন জেলে থাকা উচিত।' দিল্লি হামলার পরদিনই শীর্ষ আদালতের এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজি/জি-০৯/২৫-২৬ (ওপেন) তারিখ ঃ ০৮.১১.২০২৫ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, ব্যারেজ/কলোনি কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পূর্বে বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিএসইউ/ পিএসইউ/ এমইএস/সেচ অথবা অন্য যে কোনও সরকারি আধা সরকারি সংস্থায় সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদন করে থাকা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং: ডব্লুটি-১৬-২৫-২৬, কাজের বিবরণ:** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে—হালিশহরে বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট, কাঁচরাপাড়ায় ক্ষুদিরাম বোস, বেল এবং কাজি নজরুল ইনস্টিটিউটে হেরিটেজ বিল্ডিং/ ইনস্টিটিউট নবীকরণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৬৫,৫০,১৪৯.৪৯ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি:** ৩,৩২,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য):** শূন্য। **পিও ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** ১৮ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়:** ০৩.১২.২০২৫। রেলওয়ে বোর্ড আইডি লেটার নং ২০২০/সিই-১/সিটি/৩৫/জিসিসি/পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০ অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে যে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত যে কোনও কাজের টেন্ডারের জন্য কোনও প্রকার ইএমডি গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশ না থাকায়, ইএমডি সিস্টেম ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজের পরিধি সাংকেতিক মাত্র। অবশ্য, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট অর্থাৎ https://www.ireps.gov.in-তে দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা:** এই সময়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে। ০৩.১২.২০২৫ তারিখ **দুপুর ২ টেয়** টেন্ডার বন্ধ হবে এবং টেন্ডার খোলার আধিকারিক এবং নেট অ্যাক্সেসিবিলিটি উপলব্ধতা অনুযায়ী ওই তারিখেই **দুপুর ২.৩০ মিনিটের** পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে।

MISC-271/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

Office of the Block Development Officer
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
19/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) (Sl No 01 to 19) Dated:-10/11/2025.
The last date of online submission of tender is 02/12/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার নোটিশ

টেন্ডার নোটিশ নং: PCMM/CLW/HWH/E-Procurement/54 তারিখ: ০৮/১১/২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে PCMM/CLW/HWH নিম্নলিখিত পণ্য সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক টেন্ডার আহ্বান করছে। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি হল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির জন্য উপকরণ সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্য দরদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার; এই টেন্ডারের জন্য কোনো ম্যানুয়াল অফার বা দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বা দরপত্র গ্রহণ করা হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, স্টোরের বিবরণ, পরিমাণ, জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, টেন্ডার খোলা নিয়ন্ত্রণ- [৩২১];** [illegible] **[৩২২];** [illegible]

PR2/242 প্রিন্সিপাল সিএমএম/সিএলডব্লিউ/হাওড়ার পক্ষে

"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

TALIBPUR GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O.- Talibpur, P.S. Salar, Dist- Murshidabad

1) e-Tender No **-01 of 2025-2026 (un Tied),** Bid submission closing date (Both Technical & Financial)- **24/11/2025 at 13.00 Hrs., 2)** e-Tender No **-02 of 2025-2026 (Tied),** Bid submission closing date (Both Technical & Financial)- **27/11/2025 at 14.00 Hrs.**
For details please visit- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Talibpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.: SAINTHIA,DIST.:BIRBHUM
NOTICE

This is to notify that the Sainthia Municipality approved SWM Bye Law (Municipality Solid Waste Management Bye Law, 2016) on 07.11.2025 as a draft resolution (Uploaded in the Municipal Website). The Municipality is hereby inviting public opinion regarding SWM Bye Law (Municipality Solid Waste Management Bye Law, 2016) in writing from 13th November, 2025 to 26th November, 2025. After resolving all the concerns received from the public within the stipulated time period the BOC of the Municipality will finally adopt and passed the SWM Bye Law (Municipality Solid Waste Management Bye Law, 2016) resolution.

Sd/-Chairman
Sainthia Municipality, Sainthia,Birbhum

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৯-২০২৫-২৬-আর-১, তারিখঃ ২৮.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৯-২০২৫-২৬-আর-১। কাজের নামঃ** ''শিয়ালদহ ডিভিসনে বন্ডিং এবং আর্থিং সিস্টেমের ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই, পিএসআই এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২২,০৭,৩০১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,১১,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ২৫.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-255/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭১১, তারিখঃ ০৭.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫০৫, কাজের নামঃ** ''সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন অফিস ইউনিটে টয়লেট সুবিধা সহ নতুন লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুমের ব্যবস্থা'' সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২২,১৬,২১৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৪৪,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-378/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 90/PW/Eng/APAS/25 Dt. 11-11-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Govt. of West Bengal
Office of the Executive Engineer Asansol Division
Municipal Engineering Directorate
Notice Inviting E-Tender
WBMAD/05/EEMED/ASAN/2025-26

e-tenders are invited from interested bonafied bidders/Govt. contractors for 36 nos. works of road & drain, PRC & street light under APAS scheme within Asansol Municipal Corporation as per detailed below :-

Sl No.	Name of the Work	Tender ID
1 to 36	Construction of Road and drain PRC & street light works under APAS scheme within Asansol	2025_MAD_941541_1 to 2025_MAD_941541_36

Last date of submission 03.12.2025, interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
M.E. Directorate EE, Asansol division

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tender for Repairing, Renovation, Painting of 03(three) nos. Poultry House, Office Building with Toilet and Existing Training Building under WBCADC Boinchi Project, [NIT No.- 35/2025-26 Tender Amount Rs.34,70,622.00]. The intending tenderers will have to collect the tender documents within 02.12.2025 Up to 13.30 hours by downloading through the website stated below- **For details visit the website www.wbtenders.gov.in**
Sd/
ADMINISTRATIVE SECRETARY
WBCADC

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 51/WS/Eng/25 Dt. 16-10-25

Bid Submission period: 21.11.25 instead of 10.11.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No: - (1st Call): 37/2025-26, Memo No: 1743/GM, Dated: - 11.11.2025 (08 No. works), 38/2025-26, Memo No: 1744/GM, Dated: - 11.11.2025 (07 No. works) & 39/2025-26, Memo No: 1749/GM, Dated: - 11.11.2025 (06 No. works) are invited by Guskara Municipal Authority under Amader Para Amader Samadhan for Booth No. 204, 208 & 200 respectively. Last date of bid submission of e-tenders are on 05.12.2025 up to 12:00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-টিআইবি-সিআইবি-পিআরজিআর-এসএএলই২৫, তারিখঃ ০৭.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-টিআইবি-সিআইবি-পিআরজিআর-এসএএলই২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে পিনারগড়িয়া, অম্বাজোড়া শিকারীপাড়া, বাজারসৌ, সালার স্টেশনে সিআইবি, টিআইবি-র ব্যবস্থা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৩,৮৮,১৩,৩৮১.৩০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,৪৪,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.১১.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.৩৯ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৭.১১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

HWH-382/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-রিহ্যাব-বিডিসি-এসএসই-পিএস-২৫, তারিখঃ ১০.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-রিহ্যাব-বিডিসি-এসএসই-পিএস-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনের এএসটিই-ব্যান্ডেল এবং এসএসই/পিএস/হাওড়া আরআরআই-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে সিগন্যালিং অ্যাসেটের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সিগন্যালিং গিয়ারের রিহ্যাবিলিটেশন এবং উন্নয়ন। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২,০৭,৮৩,৯০৩.১৮ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটিঃ** ২,৫৩,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৯.১১.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

HWH-386/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-43/2025-26 Dated 16.10.2025
Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 08.12.2025 in place of 10.11.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_926670_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/877/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Dilip Mallick to H/O Nemai Saha in Ward No.- 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-275, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 8,95,059.62

Bid Submission end date is being extended from **11.11.2025 at 11-00 hrs.** to **05.12.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1666/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Shanti Debnath to Sitala Mandir end (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 188 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 3,13,114.00
WBMAD/ULB/RSM/1667/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of C. C. Road from H/O Prabir Kr Das to H/O Abani Kr Halder (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 188 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,57,238.00
WBMAD/ULB/RSM/1668/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Moumita Karmakar to H/O Babulala Das (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 188 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs 2,90,081.00
WBMAD/ULB/RSM/1669/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Surface Drain & Culvert from Tripura Pally near H/O of Kajal Chatterjee(Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 188 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,15,297.00
WBMAD/ULB/RSM/1670/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of C. C. Road from H/O Bapi Das towards H/O Kalu Roy (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 251 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,22,787.00
WBMAD/ULB/RSM/1671/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Niranjan Sarkar towards H/O Nandini Ghosh (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 251 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 4,45,785.00
WBMAD/ULB/RSM/1672/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Dhiman Banerjee towards Banipara Sishu Uddyan (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 251 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,24,306.00
WBMAD/ULB/RSM/1673/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of C. C. Road & Covered Drain from H/O Billadal Chakraborty towards H/O Ram Mahato (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 251 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,85,825.00
WBMAD/ULB/RSM/1674/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Pradip Barman to H/O Dipak Halder (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 249 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,73,632.00
WBMAD/ULB/RSM/1675/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing & Upgradation of surface drain with cover slab from H/O Anil Das to H/O Amit Das(Proposed SL No-03) at Booth No-249 of Ward No-32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.-151,Sonarpur Uttar	Rs. 1,32,773.00

Bid Submission end date: **03.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 218, 257, 318 (2nd Call)/2025-2026, along with NIeT-361 & 362/2025-2026 Dated- 11-11-2025

e-Tenders are invited by the General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Dakshin Dinajpur, Kolkata, Bankura, Jalpaiguri District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date-**12-11-2025 after 10.00 am.** Bid submission end date- **05-12-2025 upto 3.00 pm.**
Date: 11.11.2025 **Sd/- General Manager**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -

WBMAD/UM/382/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 11.11.2025
WBMAD/UM/383/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 11.11.2025
WBMAD/UM/385/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 11.11.2025

(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025p.) Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Concrete Road, 1 No. Culvert at Anandapur Ruidaspara, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/277(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_945089_1 • Estimated Amount : 3,99,732/-

2) Name of the Work: Construction of Drain from Santosh Shaws House to Pranab Sutradhar and from Uday Mukherjees House to Tushar Chatterjees House at Ruidaspara, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/277(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_945089_2 • Estimated Amount : 4,19,340/-

3) Name of the Work: Laying of PVC underground Pipe Line for 5 Nos. Street Tap at Ranisayer, Anandapur Canelpara, Ruidaspara, AC-277, Booth No.- 305, Ward No.- 43, Borough- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/277(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_945089_3 • Estimated Amount : 96,007/-

Last Date : 08th December 2025, up to 10:55 am
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1691/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Bijoy Biswas to H/O Uttam Purkaite in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-36, (Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs.6,83,142.00
WBMAD/ULB/ RSM/1692/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation Work of Under Ground Pipe Line [Pipe dia=600mm(High Density Polyethelene Pipes)] from H/O Dilip Basu to Kuttiy Gym in Ward No-06, under Rajpur Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S. Booth No- 220, (Proposal Serial No-1), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.9,76,327.00
WBMAD/ULB/ RSM/1693/25-26 Dated 07.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from Chandam Meet Shop to Bharat Gas Offic at Khalpar in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-156,(Proposal Serial No.-3)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs.8,30,606.00

Bid Submission end date: **03.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ০৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লটের পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-এনওভি-০৫

ক্রমিক নং, লট নং. এবং স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এডিএসটি-টিডব্লু-২৬৬-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার), আদিসপ্তগ্রাম। **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-টিডব্লু-২৬৪-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার), জনাই রোড। **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-টিডব্লু-৩৬-২৫-২ (পার্কিং-টু হুইলার), বাজারসৌ। **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-টিডব্লু-৮৬-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার), অগ্রদ্বীপ। **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-এমএক্স-টিডব্লু-১৫৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড), আহমদপুর। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো।

HWH-389/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting **Expression of Interest (EOI)** issued under **Memo No. 2346/Admn./1397 dated November 03, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_937576_1** is hereby invited from registered Electrical Firms / Agencies / Service Providers having sufficient experience and adequate credentials in Electrical Load Survey, Designing & Estimation for Selection of **Consultant** for the undermentioned works for its G+4 Storied Old Head Office Building, situated at 25D, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017 for: -

1. Survey of the entire Building for exploring and understanding the Scope of Work for Repair, Renovation & Up-gradation of Electrical System of the Building.
2.Preparation of Detailed Floor-wise-Drawings of the proposed Electrical System of the Building and submission of the said Drawings both in soft and hard mode.
3.Detailed Electrical Load Survey of the Building considering new Electrical System including assessment of required Capacity and Specification of Silent Diesel Generator Set to be installed and submission of Report there against it both in soft and hard mode.
4.Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) for Repair, Renovation & Up-gradation of Electrical System of the Building and submission of the said Estimate both in soft and hard mode.

The last date for submission/uploading of Bid through online is **November 24, 2025.**
For details, please visit www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org

Sd/-
November 04, 2025 **Managing Director**

খড়গপুর ডিভিশনে বিবিধ স্ট্যাটিক সার্ভিস চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপি/এমএসএস/২০২৫/১৪ তারিখ ঃ ১০.১১.২০২৫

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য নিম্নোক্ত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে - **মেচেদা**-তে ১টি পার্সেল স্ক্যানার, **বালেশ্বর**-এ ১টি পার্সেল স্ক্যানার, **পাঁশকুড়া**-তে ১টি পার্সেল স্ক্যানার, **খড়্গপুর**-এ ১টি পার্সেল স্ক্যানার এবং **হিজলী**-তে ১টি পার্সেল স্ক্যানার স্থাপনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমএসএস-কেজিপি-পিএস-২৫-২, অকশন তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৫, অকশন শুরু/বন্ধের তারিখ ঃ সকাল ১১টা এবং দুপুর ১২.১০ মিনিট,** যা **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী সংস্থা ও ঠিকাদাররা এ বিষয়ে অবহিত হোন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-822) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ দেখুন www.hmcgov.in
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (ওয়াটার সাপ্লাই)

সংশোধনী নোটিশ (এপিএএস)
ই-টেন্ডার নোটিশ নং
WB-HMC/T/ED/WS/06/25-26, তারিখ: ১৮.১০.২০২৫

ই-টেন্ডারের ওয়েবসাইটে এর কিছু প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে উক্ত টেন্ডার নোটিশের কয়েকটি তারিখ নিম্নোক্ত মতে পরিবর্তন করা হবে :-
অনলাইন টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ১১.১১.২০২৫ তারিখ সন্ধে ৬ টা পর্যন্তর পরিবর্তে ১৮.১১.২০২৫ তারিখ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত পড়তে হবে।
প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম ডাকদাতার (অনলাইন) এর তালিকা আপলোডিংয়ের তারিখ ১৪.১১.২০২৫ তারিখ বেলা ২ টার পরিবর্তে ২১.১১.২০২৫ তারিখ পড়তে হবে।
উক্ত টেন্ডারের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
১৮২(১)/২৫-২৬ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াটার সাপ্লাই
১১.১১.২৫ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1663/25-26 Dated 07.11.2025	Installation of 16 Mtr. High Mast with 09 Nos. of 210 watt LED Flood Light near Buddhadev Mondal house at natunpally (purbo) for APAS Campaign, Ward No.-12, Booth No- 92 Under Rajpur-Sonarpur Municipality within Sonarpur Uttar AC.	Rs. 4,37, 673.06/-
WBMAD/ULB/ RSM/1664/25-26 Dated 07.11.2025	Installation of 16 Mtr. High Mast with 09 Nos. of 210 Watt LED Flood Light near Vidyapit School at Baikunthapur for APAS Campaign, Ward No.-13, Booth No- 78 Under Rajpur-Sonarpur Municipality within Sonarpur Dakshin AC.	Rs. 4,37, 673.06/-
WBMAD/ULB/ RSM/1665/25-26 Dated 07.11.2025	Installation of 16 Mtr. High Mast with 09 Nos. of 210 Watt LED Flood Light near Baguipara auto stand at Bagui para for APAS Campaign, Ward No.-14, Booth No- 139 Under Rajpur-Sonarpur Municipality within Sonarpur Dakshin AC.	Rs. 4,37, 673.06/-
WBMAD/ULB/ RSM/1728/25-26 Dated 10.11.2025	Installation of 16 Mtr. High Mast with 09 Nos. of 210 Watt LED Flood Light near Bastala more by lane-2 for APAS Campaign, Ward No.-14, Booth No- 73 Under Rajpur-Sonarpur Municipality within Sonarpur Dakshin AC.	Rs. 4,37, 673.06/-

Bid Submission end date: **03.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority ofBeldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Const. of C. Drain	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-15/2025-26	2.17 Lakh	04.12.2025 at 2.00 PM
2.	Reapiring of C. Drain		1.82 Lakh	
3.	Const. of C. Road & culvert		1.56 Lakh	
4.	Const. of Drain with slab		1.41 Lakh	
5.	Beautification of Kacharipara gram devi		5.92 Lakh	
6.	Const. of C. Slab of Drain		1.25 Lakh	
7.	Re-Const. of C. Road with Drain		2.43 Lakh	
8.	Re-Const.of C. Drain		1.29 Lakh	
9.	Re-Const.of C. Drain		1.22 Lakh	
10.	Re-Const.of C. Drain		2.36 Lakh	
11.	Const. of C. wall		1.30 Lakh	
12.	Const. of C. Drain with slab		4.97 Lakh	
13.	Const.of C. Road with Drain		1.68 Lakh	
14.	Const. of C. Road with Drain		2.89 Lakh	
15.	Const. of C. Road with drain		4.24 Lakh	
16.	Const. of Drain with slab		1.58 Lakh	
17.	Repairing & Const.of C. Road & Drain with c. slab		1.75 Lakh	
18.	Const. of Drain with slab		2.36 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1680/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road From H/O Dulal Shaw Towards Bappa Debnath House, At Ward No - 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Booth No. - 183 (Proposal SL No- 1) , within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,49,159.00
WBMAD/ULB/ RSM/1681/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road From H/O Badal Ghosh Towards Krishna Das House Via Sushil Debnath House, At Ward No - 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Booth No. - 183 (Proposal SL No- 2) , within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,27,174.00
WBMAD/ULB/ RSM/1682/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road From Lakshmi Bhandar Towards Mukherjee House & From H/O Manik Saha To Tapan Patra House, At Ward No - 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Booth No. - 183 (Proposal SL No- 3) , within 147 Sonarpur Dakshin A.C	Rs.2,12,518.00
WBMAD/ULB/ RSM/1683/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road From H/O Goutam Roy Chowdhury Towards Prafulla Purkait House & From H/O Reba Ghosh To Tumpa Halder House, At Ward No - 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Booth No. - 183 (Proposal SL No- 4) , within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,89,529.00

Bid Submission end date: **02.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1684/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of C. C. Road with Drain & Cross Culvert from H/O Lalbahadur Barman to H/O Radhakanta Das (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 249 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs.6,70,943.00
WBMAD/ULB/ RSM/1685/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Ratan Sikder towards Pratap Jana via Sanjib Das to Rama Biswas at Natunpally in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No - 110 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.9,79,449.00
WBMAD/ULB/ RSM/1686/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of drain from Vim Karan House towards Vima Das at Netaji Block in Ward No-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 181, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs.5,98,289.00
WBMAD/ULB/ RSM/1687/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation of drain and 2 Nos Culvert from Shantiniketan house towards H/O Prankrishna Deb & H/O Prabir Mondal towards H/O Pradhan at Netaji Block at Ward No-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-180, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs.5,77,881.00
WBMAD/ULB/ RSM/1688/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation Work of Surface Drain From H/O Prasenjit Mitra to Shailen Mandal's Carkhana in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-218, (Proposal Serial No.-01),Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs.6,13,569.00
WBMAD/ULB/ RSM/1689/25-26 Dated 07.11.2025	Repairing and Upgradation Of Drain From Sanjay Mondal House Towards Nepa Banerjee House In Ward No- 26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 11, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs.9,80,516.00
WBMAD/ULB/ RSM/1690/25-26 Dated 07.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Samiran Mistri to Sony Mondir in Ward No.- 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-233,(Proposal Serial No.-1) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs.5,13,231.00

Bid Submission end date: **02.12.2025 at 10-55 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O.,Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১২ নভেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

সমুদ্রতট ধরে গোকর্ণ থেকে কারোয়ার

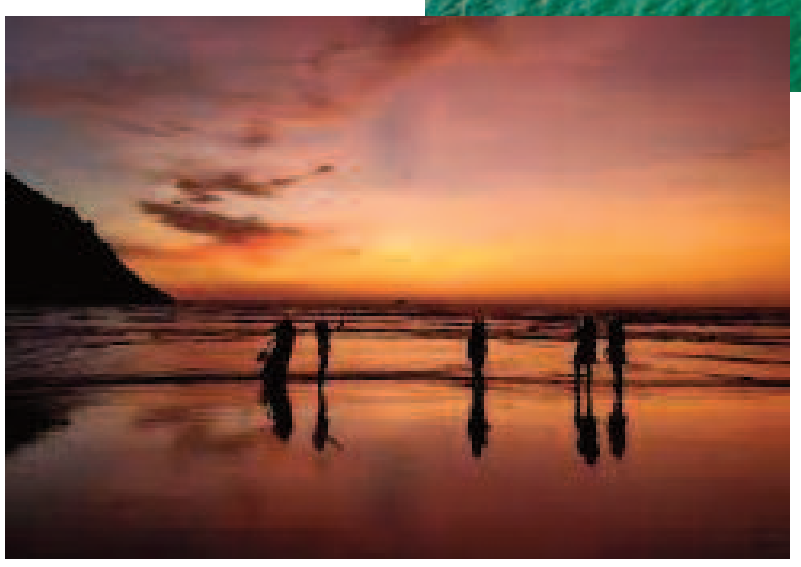

সংস্কৃত ভাষায় গোকর্ণের অর্থ গরুর কান। গোকর্ণের মহাবালেশ্বর মন্দিরে অবস্থিত শিবলিঙ্গটির আকৃতি অনেকটা ঠিক গরুর কানের মতো। সেকারণেই এই স্থানের নাম হয়েছে গোকর্ণ। শহরের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত কর্ণাটকের সরকারি বাসস্ট্যান্ডটি। আর তার এক কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থান গোকর্ণ সমুদ্র সৈকত। এখানে প্রশান্তি যেন সদা বিরাজমান। এই সৈকত থেকেই গোকর্ণ শহর শুরু হয়েছে। এই সৈকতের গা ঘেঁষেই পর পর সাজানো রয়েছে রাজ্যের অন্যান্য সৈকতগুলি। সেকারণেই এর আরেক নাম সমুদ্র মার্গ। সৈকতের কাছেই রয়েছে হিন্দু পুরোহিতদের আখড়া। সেকারণেই এই সৈকতে তীর্থযাত্রীদের ভিড় দেখা যায়। শিবরাত্রির সময় এই স্থান আলোকময় হয়ে ওঠে। সেই সময় দুটি বিশালাকার রথ দেবমূর্তিকে বহন করে রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলে। শিবরাত্রির সময় এখানে ভয়ানক ভিড় হলেও বছরের বাকি সময় কিন্তু এখানকার পরিবেশ মনোরম। আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসীরা নিরিবিলিতে দেবতার আরাধনা করতে পারেন এখানে। আধ্যাত্মিক না হলেও এখানকার পরিবেশ ভালো লাগবে। শহরের মতো গোকর্ণ সমুদ্র সৈকতটি অতি প্রাচীন। তবে প্রাচীন হল কী হবে, ব্যবস্থা সব আধুনিক। গোকর্ণ সমুদ্রতটে রয়েছে সার্ফিং, স্কুবা ডাইভিং, স্নরকেলিং, প্যারাসেলিং এবং জেট স্কেটিং-এর মতো স্পোর্টস্ গেমের ব্যবস্থাও। শীতকালে গোকর্ণ বিচে ঘোরার মজাই আলাদা।

গোকর্ণের মতোই প্রাচীন সৈকত হল ওম বিচ। সমুদ্র মার্গের অন্যতম মার্গ এটি। এই সৈকতের আকৃতি অনেকটা 'ঔ'-এর মতো হওয়ার এর নাম ওম বিচ। গোকর্ণ বিচে যখন তীর্থযাত্রীদের ভিড় বেশি হয়ে ওঠে তখন অনেকেই ওম বিচে চলে আসেন। স্থানীয়রাও এখানে এসে সময় কাটান। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ শরীরে মনে প্রশান্তি নিয়ে আসে। সারা সপ্তাহজুড়ে এই সৈকত শান্ত এবং নিরিবিলি থাকলেও সপ্তাহান্তে এখানে ভিড় বাড়ে। সেই সময় বিচে ভিড় জমান স্থানীয়রা। সমুদ্র মার্গের আরেকটি সৈকত হল কুড়লি বিচ। বিচের কাছেই পেয়ে যাবেন নানা বাজেটের হোটেল। সমুদ্র সৈকতরে ধারে পেয়ে যাবেন খাওয়া দাওয়া সহ অন্যান্য বিনোদনের উপায়। তবে সন্ধের দিকে বিচে যেতে বারণ করেন স্থানীয়রা। কারণ আর কিছুই নয়, সূর্যাস্তের পর এখানে যাতায়াতের জন্য গাড়ি পাওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিচে লোকজন একটু কমই যান। তাই নিরিবিলিতে সময় কাটাতে গেলে এখান থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো পর্যটনের মরশুমে এখানে জলাভাব দেখা যায়। হোটেল কিংবা গেস্ট হাউজগুলিতেও জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অফ সিজনে এখানে গেলে অবশ্য ভালোই লাগবে।

গোকর্ণে বেড়াতে গেলে মহাবালেশ্বর মন্দিরে একবার ঢুঁ দিতেই হবে। দেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আলাপ হতে পারে এই মন্দিরে। মন্দিরের শিবলিঙ্গটিকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শিবলিঙ্গ বলে বিশ্বাস করেন হিন্দুরা। মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য্য অপূর্ব সুন্দর। দ্রাবিড় সভ্যতার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে সেখানে। কর্ণাটকের সাত মুক্তিস্থলের অন্যতম এই মহাবালেশ্বর মন্দির। পুরাণ মতে, কৈলাশ পর্বত থেকে নাকি এই মন্দিরটিকে উড়িয়ে এনেছিলেন শিবভক্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ। যদিও ইতিহাস বলছে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কদম্ব রাজবংশের রাজা ময়ূরশর্মা। ধর্মপ্রাণদের বিশ্বাস রাবণ রাজার আনা পাথরের অংশ দিয়েই পরবর্তী সময় মন্দির তৈরি করেছিলেন কদম্বরাজ। আরবসাগরের কাছেই অবস্থিত এই মন্দির। সময়ে সময়ে সমুদ্রের গর্জন, মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি এবং পুরোহিতের মন্ত্রের সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে এলাকায় প্রতিষ্ঠা করে এক অপার শান্তির পরিবেশ। এই শান্তির খোঁজেই হয়তো অনেকে গোকর্ণে ছুটে যান। এছাড়া গোকর্ণ থেকে ঘুরে আসা যায় ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কারোয়ার।বন্দর শহর কারোয়ার। উত্তর কন্নড় জেলার সবচেয়ে বড় শহরও এই কারোয়ার। কারোয়ারের সৈকতটিও অত্যন্ত সুন্দর। অবশ্যই যাবেন রবীন্দ্রনাথ টেগোর বিচে। ডাইভিং,

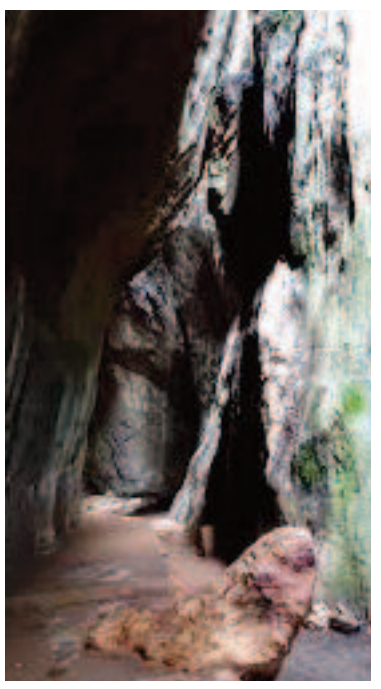

স্নরকেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। টেগোর বিচের কাছেই রয়েছে ওয়ার মিউজিয়াম। ভারতীয় নৌবাহিনীর নানা ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এই মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখলে। প্রকৃতিতে ডুব দিতে এসে শিক্ষণীয় এই মিউজিওম দেখতে ভালো লাগবে। কারোয়ার থেকে যোগ জলপ্রপাতটি দেখে আসা যায়। কারোয়ার থেকে যোগ জলপ্রপাত ৫০ কিলোমিটার। হোটেলের অভাব নেই কারোয়ারে। বিভিন্ন মান ও দামের হোটেল পাবেন এখানে।

এছাড়া দেখে নিন প্যারাডাইস বিচ। নামে প্যারাডাইস বিচ, কাজেও তাই। অনেকেই সমুদ্র মার্গের সেরা সৈকত হিসেবে প্যারাডাইসের নামই করেন। নারকেল গাছের সারির মাঝে প্যারাডাইস সমুদ্র সৈকত যেন একটি ছোট্টো স্বর্গরাজ্য। সৈকত আগাগোড়া বালিতে ঢাকা হলেও মাঝে মাঝে অনেক পাথর রয়েছে। সেকারণে অনেকেই এই স্থান এড়িয়ে যান। কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা করলে এই সৈকতই হতে পারে শান্তির সেরা ঠিকানা। চাইলে সমুদ্রে জনবিহার করতে পারেন। সেই ব্যবস্থা রয়েছে প্যারাডাইস বিচে। তবে হ্যাঁ, গোকর্ণের অন্যান্য বিচগুলির মতো বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা এখানে নেই। ধূমপান কিংবা মদ্যপান করতে দেখলে পুলিশ ধরে নিয়ে সোজা শ্রীঘরে চালান করে দেবে। এখানে দোকানপাটও বিশেষ নেই। এই স্থানটি মূলত বনবিভাগের অধিনস্ত। অতীতে এখানে হোটেল, গেস্ট হাউজ থাকলেও বর্তমানে একটি মাত্র গেস্ট হাউজ রয়েছে প্যারাডাইস বিচের কাছে।

গোকর্ণের নিকটস্থ রেলস্টেশন কারওয়ার, অঙ্কোলা, কুমতা, ম্যাঙ্গালোর এবং মাড়গাঁও। সবচেয়ে কাছের বিমান বন্দর গোয়ার ডাবোলিন এয়ারপোর্ট। বেঙ্গালুরু, ম্যাঙ্গালোর ইত্যাদি স্থান থেকে বাস পেয়ে যাবেন। গোকর্ণ ঘুরতে পারেন গাড়ি কিংবা অটো ভাড়া করে। অটো রাইডগুলি এখানে খুব ব্যয়বহুল এবং শুধুমাত্র ১ কিমি কভার করতে আপনার ১০০ টাকা খরচ হতে পারে। যদি আপনার গন্তব্য কাছাকাছি হয়, তাহলে হাঁটা এবং আশেপাশের পরিবেশ উপভোগ করে দূরত্ব কাটানো আদর্শ। অন্যথায়, আপনি প্রায় ৩০০টাকা এর জন্য একটি স্কুটি ভাড়া নিতে পারেন এবং পর্যটন আকর্ষণগুলি ঘুরে দেখতে পারেন।

এছাড়া ঘুরে আস্তে পারেন মুরুদেশ্বর।১২৩ ফুট উচ্চতার শিবমূর্তিটির সামনে দাঁড়ালে সব ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যায়।

মুরুদেশ্বর এবং ভাটকলের অন্যান্য সৈকত থেকে আরব সাগরের মধ্যে দেখা যায় একটি ছোট্ট দ্বীপ। মুরুদেশ্বর সৈকত থেকে দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। এটি নেত্রানী দ্বীপ। পিজিয়ন আইল্যান্ড নামেও পরিচিত। সৈকত থেকে বোটে করে দ্বীপে পৌঁছতে কমবেশি ঘন্টা দেড়েক সময় লাগে।এই নেত্রানী দ্বীপটিকে বেড় দিয়ে আছে প্রবালপ্রাচীর। সেই প্রবাল রাজ্যে খেলে বেড়ায় রং-বেরঙের সামুদ্রিক মাছ। সব মিলিয়ে সে এক স্বপ্নের জগৎ।স্কুবা ডাইভিং ও স্নরকেলিং-এর এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে নেত্রানী।

দেখার যেন শেষ নেই। কদিন থাকবেন সেইমত প্রোগ্রাম করতে হবে কোথায় কোথায় ঘুরবেন। আসলে পুরো তট এলাকা ম্যাঙ্গালোর থেকে কারোয়ারই পর্যটন স্থান। দেখছি দেখব না করে নিজে ট্যুরের ছক কষে বেরিয়ে পড়ুন। চিনুন অচেনাকে, দেখুন নাদেখা জায়গাগুলি।

এবার ফেরার পালা। ফিরুন ট্রেনে অথবা গোয়া বা ম্যাঙ্গালোর থেকে প্লেনে। শান্ত, নির্জন আরবসাগর তীরে মন্দিরময় এই স্থানগুলি যে মনে গেঁথে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

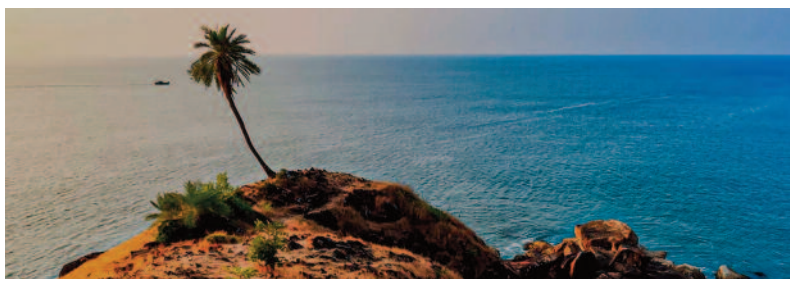

বিহার নির্বাচন ২০২৫: সন্তোষ সুমনের দাবি 'তেজস্বীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না

গয়া, ১১ নভেম্বর: বিহারের গয়া থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ সুমনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য এসেছে। তিনি দাবি করেছেন যে তেজস্বী যাদবের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন এই নির্বাচনে পূরণ হবেনা। তাঁর কথায়, তেজস্বীর শুধু ঘোষণা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়না। তিনি আরজেডি নেতার নেতৃত্বে সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে প্রশ্ন করেছেন এবং এনডিএ সরকারের লাভবান হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সন্তোষ সুমন, যিনি বিহার সরকারের মন্ত্রীও, তার দল হিন্দুস্তানি আম মোর্চার প্রার্থী ও পরিবার বিশেষ করে গয়া ও ইমামগঞ্জ এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। তিনি জানিয়েছেন যে তাদের দল ৬টি আসনে শতভাগ জয়ী হবে। তাঁর স্ত্রী ও প্রার্থী দীপা মানঝী ইতিমধ্যে ইমামগঞ্জে কার্যকরী রাজনীতির মাধ্যমে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, মুসহার সম্প্রদায় এখন জাগরুক ও সচেতন, যারা ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছেন। এদের উন্নয়নের কথা আগেও সন্তোষ সুমন উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি শক্তিশালী নারীরাও তাদের দলের প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করছেন। এই সব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সন্তোষ সুমন বিজেপি-জেডিইউ মহাসংগঠনের পক্ষে ভোটারদের মন গড়ার চেষ্টা করছেন। একই সময় তেজস্বী যাদবের মুখ্যমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে।বিহার নির্বাচনের ভবিষ্যত এখন ভোটের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে, যা খুব শীঘ্রই ঘোষণা হবে।

কাটিহার জেলার নির্বাচনী পরিবেশ

কাটিহার, ১১ নভেম্বর: বিহারের কাটিহার জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বের ভোটগ্রহণ আজ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭টি আসনে ভোটগ্রহণ চলাকালীন দুপুর ৩টা নাগাদ ভোটার উপস্থিতি ছিল ৬৩.৮০ শতাংশ, যা ভোটারদের তীব্র উৎসাহের প্রমাণ। ভোটকেন্দ্রগুলোতে সুশৃঙ্খল ও উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ভোটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।কোঢ়া এলাকার একটি ভোটকেন্দ্রে দুটি বোন;যাঁরা বৌনাপন সমস্যায় ভুগছেন; প্রথমবারের মতো ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের শক্তিকে প্রমান করেছেন।

জেলা প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল, যেখানে ইভিএম, ভিভিপ্যাট ও অন্যান্য নির্বাচনী উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে ৭৯টি আধাসশস্ত্র বাহিনী কোম্পানি নিয়োজিত ছিল সুষ্ঠু ভোটের জন্য।

নীতিশ কুমার এই নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং তাঁর পুনঃনির্বাচনের ব্যাপারে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তেজস্বী যাদব অন্যান্য দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং ভোটারদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছেন। ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি এই নির্বাচনের সরল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কল্পনীয় করেছে। এই নির্বাচনের ফলাফল বিহারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

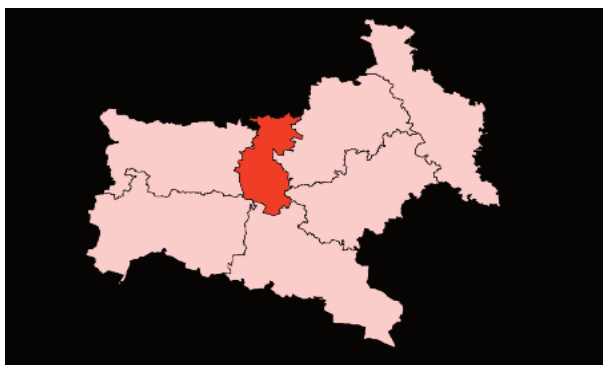

পরিবর্তনের আশায় রয়েছে পিছিয়ে থাকা 'মুশহর' সমাজ

পটনা, ১১ নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ, ১৪ নভেম্বর স্পষ্ট হবে কার হাতে যাবে ক্ষমতার ভার। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরও রাজ্যের প্রায় ৩ শতাংশ 'মুশহর' জনগোষ্ঠীর জীবনে বদল আসেনি। প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের এই দলিত সমাজ আজও সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে। ৯৬ শতাংশ ভূমিহীন, আর ৯২ শতাংশই অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে সংসার চালান। এই সমাজের মানুষদের মধ্যে মাত্র ০.৩ শতাংশ সরকারি চাকরিতে রয়েছেন। ৪৫ শতাংশ পরিবার এখনও ঝুপড়িতে থাকে, ৯৯ শতাংশের নিজস্ব যানবাহন নেই। শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি তাঁদের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করেছে।

রাজনীতিতেও প্রতিনিধিত্ব সীমিত। ১৯৫২ সালে কিরাই মুশহর প্রথম লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। পরে জিতনরাম মাঞ্জি এই সমাজ থেকে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আর তাঁর পরিবারও সক্রিয় রাজনীতিতে। ২০২০ সালের নির্বাচনে এই সম্প্রদায়ের ৭ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২০২৫-এর নির্বাচনে আবারও বহু আসনে মুশহর প্রার্থীরা লড়ছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, সামাজিক অবস্থার উন্নতি না হলেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বেড়েছে। সমাজকর্মী সুধা ভার্গিজের কথায়, যখন ৯৫ শতাংশ মানুষের জমি নেই, তখন জীবিকা টিকে থাকে কেবল পরিশ্রমে।দ

বিহারের ভোটে এ বছরও প্রশ্ন একটাই;মুশহর সমাজ কি এবার পাবে প্রকৃত পরিবর্তনের ছোঁয়া, নাকি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি থেকে তারা আবারও বঞ্চিত থাকবে?